www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9062201905
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫১ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা, ২০ আশ্বিন – ২৬ আশ্বিন, ১৪২৪ ঃ ৭ অক্টোবর – ১৩ অক্টোবর, ২০১৭

Kolkata : 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 49, 7 October - 13 October, 2017 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

জয়গুরু এগ সেন্টার
(হাঁস ও দেশি মুরগির ডিম খুচরো ও পাইকারি বিক্রয় হয়।)
প্রোঃ বিমল দাস
জয়গুরু টি স্টল
প্রোঃ সন্তু দাস (বাপি)
বারাসত ১ নং প্লাটফর্ম সংলগ্ন চাতাল
উত্তর ২৪ পরগণা
মো ঃ 9331637515

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : সন্ধিপুজো শেষ হতেই নবমীর বেদনা। এগিয়ে আসছে নবমী নিশি। মণ্ডপে মণ্ডপে অসুর বধের শেষ প্রার্থনা।

রবিবার : মর্ত্যবাসীকে চোখের জলে ভিজিয়ে মা চললেন কৈলাসে।

নীলকণ্ঠের বার্তা, মহাদেব রয়েছেন অপেক্ষায়। নারী শক্তির প্রকাশ ঘটল সিঁদুর খেলায়।

সোমবার : কলকাতাকে যখন ছুঁয়ে যাচ্ছে অসুর বধের বাঁধভাঙা

আনন্দ তখন অসুরের দাপাদাপিতে আতঙ্কিত কানাডার এডমন্টন আর ফ্রান্সের মার্সেই। গুলি আর ছুরিকাঘাতে রক্তাক্ত দুই শহর।

মঙ্গলবার : বিজ্ঞানীরা আসলে রহস্যে ঘেরা প্রকৃতির গোয়েন্দাকূল।

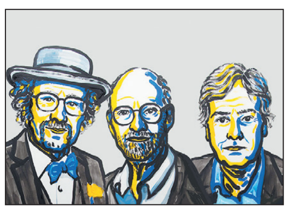

প্রতিনিয়ত খোঁজ করে চলেছেন অজানা রহস্যের। এভাবেই বায়োলজিক্যাল ক্লক বা জৈবিক ঘড়ির সন্ধান দিয়ে চিকিৎসায় নোবেল পেলেন তিন মার্কিন বিজ্ঞানী জেফ্রি সিহল, মাইকেল রোসব্যাক ও মাইকেল ডব্লু ইয়ং।

বুধবার : কাশ্মীরে বদগাসের হুমহুমায় বিএসএফ শিবির লক্ষ্য

করে গুলি ও হামলা চালাল পাকিস্তানি মদতপুষ্ট তিন ফিঁদায়ে জঙ্গি।

বৃহস্পতিবার : হাসপাতাল আক্রমণের যত কাণ্ড কলকাতায়।

সরকারি–বেসরকারি কোনও হাসপাতালই বাদ যাচ্ছে না আক্রমণ থেকে। এবার সেই তালিকায় অগ্নিদগ্ধের পর পুনরায় জেগে ওঠা ঢাকুরিয়া আমরি। চলল যথেচ্ছ ভাঙচুর।

শুক্রবার : মুখোমুখি টক্কর দিয়ে অবশেষে মিলেছিল শান্তির

সহাবস্থান। কিন্তু ফের ডোকলামে রাস্তা তৈরিকে কেন্দ্র করে বড়সড় ধাক্কা দিল আগ্রাসী চিন।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

মুকুলের স্পিন ইয়র্কারে কী ছিটকে যাবে শাসকের স্টাম্প ?

পার্থসারথি গুহ

কিছুদিন আগে সারদা কাণ্ডে অভিযুক্ত সাংবাদিক তথা তৃণমূলের সাসপেন্ডেড সাংসদ কুণাল ঘোষের একটি ফেসবুক পোস্টকে ঘিরে রীতিমতো আলোড়ন পড়ে গেছিল রাজ্য জুড়ে। তিনি লিখেছিলেন, 'যত কাণ্ড অক্টোবরে'। এ যেন সত্যজিত রায়ের ফেলুদা সিরিজের লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মার্কা শিরোনাম। এই পোস্টের রেশ মিটতে না মিটতেই বাংলার রাজনীতিতে সত্যিকারের নাটক নিয়ে ফের ম্যারাপ বাঁধতে শুরু করেছেন একদা তৃণমূলের নম্বর–২ মুকুল রায়। অক্টোবর পড়ার আগে সেপ্টেম্বর থেকেই সেই মঞ্চ তৈরি হয়ে গেছে মুকুলবাবুকে ঘিরে। এখন যে কথাটা সর্বত্র আবর্তিত হচ্ছে তা হল শ্রীমান মুকুল কী বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন না ইতিমধ্যে তৈরি হয়ে থাকা নিজের দল জাতীয়তাবাদী তৃণমূল কংগ্রেসে শামিল হচ্ছেন? এর সঙ্গে আরও একগুচ্ছ প্রশ্ন ভেসে এসে বাংলার রাজনীতির শরতের আকাশে হঠাৎ করেই কালো মেঘের ঘনঘটা ঘটাচ্ছে। সেই প্রশ্নগুলি হল তৃণমূলত্যাগী মুকুল রায় কিভাবে রাজ্যের শাসক দল তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত সরকারের পথে কাঁটা বিছোতে শুরু করবেন। বিশেষ করে মমতার মতো ক্যারিশমা যেখানে মুকুল রায় কেন এই মুহূর্তে রাজ্যে কারও নেই। এখনও মমতা সামনে দাঁড়ালে পিল পিল করে লোক এসে সভা সমাবেশ ভর্তি করে ফেলে।

কিন্তু কথা হল এই জনমোহিনী ক্ষমতা আর সংগঠন তো এক বস্তু নয়। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮৪ সালে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতো হেভিওয়েটকে

আমার যাবার বেলায়.....

–ফাইল চিত্র

হারিয়ে সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর থেকেই রাজ্যের বিরোধী রাজনীতি কেন্দ্রীভূত হতে থেকেছে তাঁকে ঘিরেই। রাজীব গান্ধির আমলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আসার পর থেকে সেই মমতার উন্নতির গ্রাফ ক্রমশ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে। বিরোধীনেত্রী হিসেবে সমাদৃত হলেও মমতাকে ক্ষমতায় আসার জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল সুদীর্ঘ কাল। মমতার ডাকে তখনকার ঘোর বাম জমানাতেও ব্রিগেড ভরে যেত অনায়াস দক্ষতায়। সেই দক্ষতা কিন্তু সাংগঠনিক ছিল না। বরং আবেগের টানে এই জনপ্লাবনের স্বতস্ফূর্ততা প্রকাশ পেত। রাইটার্স অভিযান থেকে বামফ্রন্টের মৃত্যু ঘন্টা বাজানো সব প্রোগ্রামই সুপার ডুপার হিট করেছিল শুধুমাত্র মমতা ম্যাজিকে। কিন্তু সেই মমতা ম্যাজিক কখনও ভোট বাক্সে উপচে পড়ত না। সাংগঠনিক দক্ষতার অভাবে প্রথমে কংগ্রেস নেত্রী হিসেবে ও পরে নিজের দল তৃণমূল গড়েও কিছুতেই সাফল্য পাচ্ছিলেন না মমতা। এই জায়গা থেকেই তৃণমূল তথা রাজ্যে মুকুল নামক রাসায়নিকের পরীক্ষা শুরু হয়। ধীরে ধীরে টেস্ট ব্যাটিংয়ের ঢংয়ে মুকুল গড়ে তুলতে থাকেন সেই বহু প্রতীক্ষিত সংগঠন। পরে যা মহিরূহ আকার ধারন করে।

সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্ক বাড়ানো, যুব সমাজকে টেনে আনা, মহিলাদের প্রাধান্য দেওয়া সর্বোপরি শাসক শিবিরের বিক্ষুব্ধ ও অন্যান্য বিরোধীদের এক ছাতার তলায় নিয়ে আসার কাজ অক্লেশে চালিয়ে যেতে থাকেন মুকুল। অচিরেই তিনি হয়ে ওঠেন আজকের শাসক শিবিরের প্রধান সেনাপতি। দলনেত্রী বিশ্বাস করতে শুরু করেন তাঁর জনমমোহিনী ক্ষমতাকে ভোট বাক্সে টেনে আনতে পারে একমাত্র দক্ষ সংগঠক মুকুলই। এর ভিত্তিতেই ২০০৮–এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রথমবারের জন্য সেই সাফল্য চাখতে পান মমতা–মুকুল জুটি। এরপর সিঙ্গুর–নন্দীগ্রাম পর্বে সেই জুটির ব্যাটে রানের বন্যা উঠতে শুরু করে। যথারীতি এই নয়া কেমিস্ট্রিতে কুপোকাৎ হয়ে পড়ে দীর্ঘ ৩৪ বছরের শাসক দল। এরপর মমতা–মুকুল জুটি কার্যত সৌরভ–শচীনের মতো অদম্য ওপেনিং জুটি হয়ে ওঠেন। কিন্তু সৌরভ–শচীন জুটিতে যেমন একটা ছেদ ঘটিয়েছিলেন বীরেন্দ্র শেহবাগ ঠিক তেমনই যেন অভিষেকের দ্রুত উত্থানে টলমল হতে শুরু করে তৃণমূলে মুকুলের ভবিষ্যত।

গত বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে কং–বাম পুরনো বৈরিতা ঝেড়ে ফেলে শাসকের বিরুদ্ধে লড়াইতে নামলেও শেষ মুহূর্তে মুকুল ফের দিদির দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় রক্ষা পায় ঘাসফুল দুর্গ। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য সেইসময় যদি মুকুল আজকের মতো তৎপরতা দেখিয়ে নতুন দল গড়তেন তাহলে এত অনায়াস হত না দ্বিতীয়বারেরর জন্য নবান্নে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফিরে আসা। কিন্তু 'লেটার বেটার দ্যান নেভার' সূত্র ধরে মুকুলের এই নবোদ্যম কি আবারও রাজ্য রাজনীতির পালে নতুন কিছু ঘটাতে পারবে, সেই অপেক্ষাতেই শারদ হ্যাংওভারে থাকা বাঙালি।

আর্থিক বাধা আদিগঙ্গা সংস্কারে

বরুণ মণ্ডল : হুগলি এবং বিদ্যাধরী নদীকে সংযুক্তকারী দীর্ঘ ৭৫ কিলোমিটার আদিগঙ্গার কলকাতা পুরসংস্থার আওতাভুক্ত খিদিরপুর–হেস্টিংস সন্নিকটস্থ দইঘাট থেকে দক্ষিণ গড়িয়া ঢালাই ব্রিজ আদিগঙ্গার এই ১৫.৫ কিলোমিটার সামগ্রিক সংস্কারের জন্য কলকাতা পুরসংস্থার চাহিদা মতো আর্থিক সাহায্য দিতে ইচ্ছুক নয় কেন্দ্রীয় সরকারের জলসম্পদ–নদী উন্নয়ন ও

গঙ্গা সংস্কার মন্ত্রক। 'নমামি গঙ্গে'র আওতায় সম্পূর্ণ আদিগঙ্গার পাঁচ ভাগের এক ভাগ সংস্কারে ১,১১৪ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকার 'ডিটেলস প্রজেক্ট রিপোর্ট' জমা দেয় কলকাতা পুরসংস্থা। কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি জানিয়েছে তারা একাজে ৩৩৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে। বাকি অর্থের বিষয়ে ওই রিপোর্টে কোনও উচ্চবাচ্য করা হয়নি। তবে সুখের কথা এ বিষয়ে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনাল (এনজিটি) বর্তমানে হস্তক্ষেপ করেছে। তারা কেন্দ্রীয় ওই মন্ত্রককে আরও আর্থিক সাহায্য দেওয়ার বিষয়ে আর্জি জানিয়েছে। পুরসংস্থার পক্ষ থেকে কেন্দ্রের ওই মন্ত্রকের কাছে পাঠানো 'ডিপিআর'–এ আদি গঙ্গায় মহানগরের নিকাশি নালার নোংরা জল পড়া বন্ধ করা প্রকল্পে 'সুয়্যারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট' নির্মাণে ৩৩০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়। কেন্দ্রের পাঠানো ওই রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, এসটিপি–র জন্য ৩০৮ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে কেন্দ্রের ওই মন্ত্রক। এছাড়া আদিগঙ্গার কলকাতা পুরসংস্থার আওতাভুক্ত অংশ থেকে পলি তোলার জন্য ড্রেজিং করতে ৩০৫ কোটি ১২ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়। কেন্দ্রের নদী সংস্কার মন্ত্রক এই খাতে কোনও অর্থ সহায়তা দিতে রাজি নয়। তবে এনজিটি ওই অর্থ মঞ্জুর করার জন্য কেন্দ্রের ওই মন্ত্রকের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে। 'নমামি গঙ্গে' প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে পাওয়া অর্থে আদিগঙ্গার কলকাতা পুরসংস্থার আওতাভুক্ত অংশে মহানগরের বর্জ্য জল ফেলা বন্ধ করতে ১৯টি ছোট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ৯.৫ কিলোমিটার নিকাশি পাইপ লাইন তৈরি হবে। প্রসঙ্গত, কলকাতা মহানগরের ৫৭টি নর্দমা দিয়ে সরাসরি দূষিত জল আদি গঙ্গায় গিয়ে পড়ছে। একটি পাঁচতারা হোটেলের নিকাশি নালা সরাসরি আদিগঙ্গায় এসে পড়েছে। কলকাতা পুরসংস্থার সর্বমোট ৩৩টি ওয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে অথবা কোথাও আংশিকভাবে ছুঁয়ে আদি গঙ্গা।

মহানগরে ওয়েস্ট ফেস্টিভেল

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা মহানগরের পুর কর্তৃপক্ষের কাছে আরও একটি নতুন বিষয় নিয়ে ভাবনার সময় এসে গেল। বিষয়টি হল, 'ফেস্টিভেল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট' (এফডব্লুএম)। কলকাতা পুরসংস্থার সলিড ওয়েস্ট ম্যানজমেন্ট (এসডব্লুএম) দফতর শহর থেকে নিত্য ৪ থেকে সাড়ে ৪ হাজার মেট্রিক টন জঞ্জাল সংগ্রহ করে থাকে। কিন্তু মহানগর পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, মহানগরে নিত্য গড়ে ৬ হাজার থেকে সাড়ে ৬ হাজার মেট্রিক টন জঞ্জাল উৎপন্ন হয়।

ফলস্বরূপ, নিত্য শহরের বুকে কমবেশি ২ মেট্রিক টন উৎপাদিত জঞ্জাল শহরের পথে ঘাটে সর্বক্ষণ জমা হয়ে থাকে। তার সঙ্গে আবার শারদ উৎসবের মতো বড়ো উৎসবের দিনগুলিতে জঞ্জাল উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে অন্তত ৩০–৩৫ শতাংশ।

অর্থাৎ এই দিনগুলিতে নিত্য উৎপন্ন জঞ্জালের পরিমাণ বেড়ে হয় ৭,৮০০–৮,৫০০ মেট্রিক টন। কিন্তু উৎসবের দিনগুলি ২৪ ঘন্টাই মহানগরের পথে পথে এতো পরিমাণ জনসমাগম হয় যে, দেবী দর্শনার্থীদের কাটিয়ে পুর জঞ্জাল অপসারণ দফতরের কর্মীদের পক্ষে অতিরিক্ত জঞ্জাল অপসারণ আলাদা করে কোনও ভাবেই করা সম্ভব হচ্ছে না।

জেলাজুড়ে অজানা জ্বর রোগী বিক্ষোভ বাড়ছেই

পার্থ ঘোষ, বারাসত : উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে একদিকে যেমন আজানা জ্বরের প্রকোপ বাড়ছে, ঠিক তেমনি সঠিক চিকিৎসা না পাওয়ার জন্য রোগী পরিজনদের মধ্যে ক্ষোভ বিক্ষোভের পারদ চড়ছে। জেলায় বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকাগুলিতে পতঙ্গবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়ে বহু মানুষকে হাসপাতালে ভর্তি হতে দেখা যাচ্ছে। ডেঙ্গি, চিকুনগুনিয়া, ম্যালেরিয়া ছাড়াও অজানা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালগামী হতে বাধ্য হচ্ছেন বহু মানুষশ। তবু হাসপাতালে সঠিক চিকিৎহা না পেয়ে মৃত্যু হলেও সরকারি তরফে ডেঙ্গি বা অজানা জ্বরকে কারণ হিসাবে নথিভুক্ত করতে চাইছেন না তারা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৃত্যুর কারণ হিসাবে হৃদযন্ত্রের বিকলতা বা সেপ্টিসেমিয়াকেই উল্লেখ করছেন তারা। আর এতেই ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের। বুধবার এরকমই অজানা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে দেগঙ্গার আমুলিয়া পঞ্চায়েতের বোড়ামারি পূর্বপাড়া গ্রামের বাসিন্দা বিলকিস সুলতানাকে বিশ্বনাথপুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয় বিলকিসের। এরপর ধুন্ধুমার কান্ড বাধে হাসপাতালে। মৃতার আত্মীয়রা হাসপাতালে ভাঙচুর চালায়, পরে দেগঙ্গা থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এখানেই শেষ নয়, গ্রামীণ এলাকার মধ্যে বাদুড়িয়া, বেড়াচাপা, অশোকনগর বা হাবড়াতেই এই জ্বরের প্রকোপ উত্তরোত্তর বড়ে চলেছে। গত তিনদিনে হাবড়া হাসপাতালে মোট মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের যার মধ্যে জ্বরে মৃত চার ও ডেঙ্গিতে ২ জন মারা গিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই হাবড়া অশোকনগর সংলগ্ন এলাকার পুর ও গ্রামীণ অঞ্চলের মানুষজন তীব্র আতঙ্কে ভুগছেন। জেলাজুড়ে এই অজানা জ্বরে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ায় জেলা স্বাস্থ্য দফতরও নড়েচড়ে বসতে শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার বিকালে হাবড়া হাসপাতালে জরুরি বৈঠক করেন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। এই জ্বরের প্রকোপ কমানোর পাশাপাশি আবার যেন বিশ্বনাথপুরের মত রোগী বিক্ষোভ না হয় তার দিকে নজর দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পাওয়া যাচ্ছে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রাঘবেশ মজুমদার বলেন, ''প্রয়োজনের তুলনায় চিকিৎসক কম থাকলেও আক্রান্ত এলাকায় মেডিকেল টিম কাজ করছে। দ্রুত সমাধান সম্ভব।'' হাবড়া অঞ্চলের ১ নম্বর ও ২ নম্বর ব্লকের মধ্যে কুতরা কাশিপুর, বয়রাগাছি, বদর, পৃথিবা, মছলন্দপুর এলাকা বেশি মাত্রায় আক্রান্ত। ওই এলাকাগুলিতে রক্তের নমুনা সংগ্রহের কাজ চললেও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে মারাত্মকভাবে। হাবড়া হাসপাতালের সুপার শঙ্কর লাল ঘোষ বলেন, ''বেডের তুলনায় রোগীর সংখ্যা এতটাই বেশি হচ্ছে তা সামলাতে খানিকটা অসুবিধা হচ্ছে। গত দেড় মাসে এই অজানা জ্বরে মৃত্যু প্রায় পঞ্চাশ। তবু রোগ মোকাবিলায় বিলম্ব হওয়ায় প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের উপর দোষারোপ চলছে, চাপ তৈরি হচ্ছে স্বাস্থ্য দফতর থেকেও। দীপাবলী উৎসবের আগে প্রকৃত জ্বর ছাড়াও এলাকার পর এলাকা এই নতুন জ্বরাতঙ্কে ভুগছে।

উপরে : হাবড়া হাসপাতালে রোগীর ভিড় বাড়ছে।
নিচে : বিশ্বনাথপুর হাসপাতালে ভাঙচুর।

কলকাতা পারে, হাওড়া পারে না

বাপিলাল দে : কলকাতা পুরসভা গঙ্গার ঘাটগুলি থেকে প্রতিমার কাঠামো তুলে দিয়ে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে কলকাতার গঙ্গার ঘাটগুলিকে পরিস্কারের গুরুদায়িত্ব বহন করে চলেছে। সেই তুলনায় হাওড়া পুরসভা শত যোজন পিছিয়ে। শোভাবাজার, বাগবাজার প্রভৃতি বিসর্জনের ঘাটগুলিতে প্রতিমার কাঠামো পরিস্কারের যে দায়িত্ব কলকাতা পুরসভা পালন করে তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায় না হাওড়া পুরসভার ক্ষেত্রে। গঙ্গায় প্রতিমা বিসর্জনের পর সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রতিমার কাঠামো জল থেকে তুলে গঙ্গাকে দূষণ মুক্ত করেন কলকাতা পুরসভার কর্মীরা। অথচ এই ব্যাপারে পুরোপুরি অলস হাওড়া পুরসভা। পুজোর আগে হাওড়া পুরসভার পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল প্রতিমা বিসর্জনের পরে গঙ্গার ঘাটগুলিকে পরিস্কার করে দেওয়া হবে। কিন্তু সেই কথা বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে না মোটেই। হাওড়া পুরসভার অন্তর্গত বালিঘাট, শিবপুর ঘাট, রামকৃষ্ণপুর ঘাটে প্রতিমা বিসর্জনের পরেও প্রতিমার কাঠামো, খড়, বাঁশের কঞ্চি জমা হয়ে পড়ে রয়েছে গঙ্গায়। ফলে গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করার উদ্দেশ্যটাই মাঠে মারা যাচ্ছে। এ ব্যাপারে হাওড়া পুরসভার তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া না গেলেও পরিবেশকর্মীরা কেন নীরব তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সাধারণ মানুষের মনে। বিশেষ করে সৌন্দর্যায়নের বাজারে ও স্বচ্ছতার যুগে দাঁড়িয়ে এরকম 'দুয়োরানী' হয়ে পড়ে থাকা আদৌ মানানসই হয়ে উঠছে না কলকাতার যমজ শহর হাওড়ার ক্ষেত্রে।

শুভেচ্ছা

সকল পাঠক–পাঠিকা বিক্রেতা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে আলিপুর বার্তা–র পক্ষ থেকে বিজয়ার, শুভেচ্ছা ও শুভকামনা।

অনুপস্থিতির সপ্তম বর্ষ পূর্তিতে
আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য

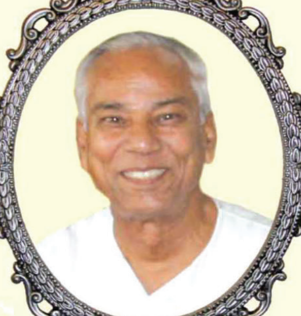

তরুণ ভূষণ গুহ
প্রকট : ১৭ নভেম্বর ১৯৩১
অপ্রকট : ৫ অক্টোবর ২০১০
নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি
ও আলিপুর বার্তা পরিবার

Alipur Barta: 51 year : Vol No.: 51, Issue No. 49, 7 October - 13 October, 2017

অর্থনীতি

কারেকশন পর্ব চলাকালীনও বুকে ভরপুর বল রাখতে হবে বুলদের

পার্থসারথি গুহ

শেয়ার বাজার সম্পর্কে একটা চালু কথা আছে। সেটা হল এই অর্থ বাজার সবার আগে জেনে যায় আগাম ভবিষ্যতের কথা। সে ভবিষ্যত খারাপ হতে পারে, হতে পারে খুব ভালোও। কিন্তু এর অভ্যন্তরীন সমাচার এত সুন্দর নিয়ে ফেলার জন্য এই বাজারকে ভবিষ্যতবক্তা বা পথনির্দেশক বললেও কোনও অত্যুক্তি হয় না। এই সূচক যেন আবহাওয়াবিদ বা পঞ্জিকা নির্ধারকের মতো আগামী ভবিষ্যতকে সুন্দরভাবে সামনে নিয়ে আসে। তা এহেন অর্থ বাজার বিগত প্রায় একমাস ধরেই যেন হাবেভাবে বোঝাচ্ছিল দীর্ঘ ৬–৭ মাসের বুল রানের পর সে ক্লান্ত। দৃশ্যতই বিধ্বস্ত বটে। তার ফলাফল হিসেবে ১০ হাজারের ওপর আর কিছুতেই থাকতে পারছে না গুরুত্বপূর্ণ নিফটি সূচক। দু–দুবার ওই ওপরে গিয়ে ফের নিচের দিকে গোত্তা খেয়ে পড়ে যাচ্ছে নিফটি। আগেরটা হয়তো স্টেজ রিহার্সাল পর্ব চলছিল বড় কারেকশনের। যা ফের ভ্রুকুটি বাড়াচ্ছে বুলিশ ট্রেডারদের। অন্তত ৩ দিনের ছুটিতে যাওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ভারতের বাজারের অবস্থান এমনটাই বোঝাচ্ছে। সাপোর্টের শক্তপোক্ত জায়গা ৯৭০০ যদি ভাঙে নিফটি খুব দ্রুত আরও শ'পাঁচেক পয়েন্ট নিচে চলে আসতে পারে। তবে খুব সাঙ্ঘাতিক কিছু পরিস্থিতি ছাড়া এই সময় দাঁড়িয়ে ৯ হাজার ভাঙা র মতো রসদ বেয়ারদের হাতে আছে কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে ঘোরতর।

নিফটি কোন জায়গা থেকে আপাতত কারেকশনে আসতে পারে তা নিয়েও 'নানা মুনির নানা মত' শোনা যায়। শেয়ার বিশেজ্ঞদের বক্তব্য, হালফিলে ১০,১৭৮ থেকে মাত্র কদিনের সংশোধনীতে নিফটি চলে এসেছে ৯৮০০–র কাছে। এক্ষেত্রে ৩৭৫ পয়েন্ট কারেকশন সম্পন্ন হয়েছে এই কদিনে। তাহলে ৪ শতাংশ কারেকশন সম্পন্ন হয়েছে এই বাজারে। শেয়ারবিদদের বক্তব্য, এই ৩–৪ শতাংশ সংশোধনী বুঝিয়ে দিয়েছে গনগনে মেজাজে থাকা ভারতের শেয়ার বাজার এভাবে হঠাৎ করেই ধসে পড়তে পারে। এরপর আরও ৭–৮ শতাংশ কারেকশনও হয়তো হতে পারে কোনও একটা জায়গাকে আপাত শীর্ষ অবস্থান ধরে নিয়ে। তবে তার থেকে বেশি কিছু আশা করা বেয়ারদের পক্ষে উচিত নয়। বরং এখন থেকেই পরিকল্পনা নিতে হবে বাজার বাড়ার সম্পূর্ণ সুবিধা যাতে ভোগ করতে পারেন। নচেৎ বাজার বাড়বে, বহু শেয়ারের দাম সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছে যাবে, কিছু সেক্টরও ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে কিন্তু আপনার হাতের শেয়ার নটনড়নচড়ন হয়ে থাকবে। এমনটা যাতে মোটেই না হয়, সেদিকে এখন থেকেই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে ট্রেডারদের। চালু সেক্টরে লগ্নি করতে হবে বুদ্ধি করে, তবেই নিজের নিজের পুঁজি সুরক্ষিত রাখা যাবে।

গত বছর উপর্যুপরি দু–দুটি ঘটনা পাক সীমান্তে ভারতীয় বাহিনীর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক ও নোটবন্দী ভারতের অর্থনীতিকে রীতিমতো চাপে ফেলে দিয়েছিল। সেখান থেকে ভারতের শেয়ার বাজারের এই অভূতপূর্ব উচ্চতায় চলে যাওয়ার পিছনে চিনের সর্বনাশও একটা অত্যন্ত বড় কারণ। চিনের সর্বনাশেই কার্যত ভরা জ্যৈষ্ঠের মধ্যেও পৌষ মাস ভারতের শেয়ার বাজারে। চিন থেকে গত ১–২ বছর ধরেই বিপুল পরিমাণ টাকা তুলে নিতে দেখা যাচ্ছে বিদেশি এফআইআইদের। তাঁরাই হয়তো এখন ভারতের বাজারে সেই টাকা লগ্নি করতে শুরু করেছেন। শেয়ার বাজার যে কতটা ভোজবাজি দেখাতে পারে তা প্রমাণ হল আরও একবার। নোটবন্দির পরে গোত্তা খেয়ে থাকা ভারতের সূচক ভেঙে দিয়েছিল ৮ হাজারের ঘর। সেই ৮ হাজার তো দূরস্থান এখন ১০ হাজারকেই যেন কিছু মনে হচ্ছে না সূচকের অশ্বমেধ ঘোড়ার সামনে। তাহলে কি বাজার একটানা বেড়ে যাবে? এই প্রশ্ন সাধারণ লগ্নিকারীর মনে আসা স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে এটাই বলতে হবে, এটা ভরপুর বুল মার্কেট। এখানে এভাবেই বেয়ারদের আশা–প্রত্যাশাকে বুলডোজারের নিচে চেপে দেবে বুলবাবুরা। ২০০৮–এ যেমন আমরা বেয়ারদের রক্তচক্ষু দেখেছি। এখন তেমনই চলছে বুলদের দাপট। বেয়ারদের জমানায় ৬ হাজারের ওপরে থাকা নিফটি ২ হাজারের কোঠায় চলে এসেছিল। ২১ হাজারের সেনসেক্স ৮ হাজারের ঘরে এসেছিল। অর্থাৎ তৎকালীন সর্বোচ্চ জায়গা থেকে তিনগুণ নিচে নেমেছিল নিফটি–সেনসেক্সের জোড়া ফলা। এখন যে উত্থান ভারতের বাজারে দেখা যাচ্ছে তা নিফটির নিরিখে ৫৫০০ থেকে বাড়তে শুরু করেছিল। সেক্ষেত্রে একটা রিভার্স খেলা দেখা যেতেই পারে। তিনগুণ নিচে যদি আসতে পারে নিফটি তাহলে একইভাবে ৩–৪ গুণ ওপরে উঠতেও পারে তা। সেই সূত্র ধরলে নিফটি হয়ে যেতে পারে ১৬ থেকে ২০ হাজার। আর এটা অত্যন্ত যুক্তিসম্পন্ন। কোনও গাঁজাখুরি তথ্য নয়। এই তথ্য উঠে আসছে মর্গ্যান স্ট্যানলির মতো বিভিন্ন নামিদামি সংগঠনের দেওয়া তথ্যে। সুতরাং বুকে বল তো রাখতেই হবে বুলদের।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৭ অক্টোবর – ১৩ অক্টোবর, ২০১৭

মেষ: স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভ, নতুন বন্ধু লাভ এবং সাহায্য পাবেন। নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলতে পারবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জন্য অশান্তি। শিক্ষণ শুভ ফল পাবেন। কমস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। সঞ্চয়ে বাধা আসবে।

বৃষ: সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তায় পড়বেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসায় তেমন লাভযোগ দেখা যায় না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। পূর্বকল্পিত কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভ ফল পাবেন।

মিথুন: লেখাপড়ায় বাধা এলেও সাফল্য পাওয়া যাবে। আত্মীয় সমাগম ঘটবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে শুভ হলেও গুপ্ত শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। বন্ধুদের বিশ্বাস করে মনের কথা বলবেন না। বয়স্করা বাতের ব্যথায় কষ্ট পাবেন।

কর্কট: জ্ঞানী গুণী মানুষদের সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে এবং তাঁদের সান্নিধ্য লাভে আপনি উপকৃত হবেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে মিশ্র ফল পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ লক্ষিত হয়। বুঝে খরচ করুন। প্রেমপ্রীতির বিষয়ে শুভ ফল পাবেন।

সিংহ: দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে করতে পারবেন না। বুদ্ধির ভুল হয়ে যেতে পারে। আত্মীয় বিরোধ ঘটবে। শিক্ষায় সফল হবেন। প্রতারণার দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা। কর্মে বিবিধ সমস্যা আসতে পারে। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে এখন তেমন ভালো ফল পাবেন না।

কন্যা: অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতির যোগ রয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত খরচের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়বেন। কর্মে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। অর্শ, আমাশয়ে কষ্ট পাবেন। এই সময় চেষ্টা করলে সদগুরু লাভ হতে পারে।

তুলা: পড়াশোনায় মন বসতে চাইবে না। পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। পতি–পত্নীর মধ্যে মতান্তর হতে পারে। নতুন ব্যবসায় হাত দেবেন না। আয় ভালো হবে। ব্যয়ও ভালো হবে। বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে বুঝে মিশবেন। তারা আপনার ক্ষতি করতে পারে।

বৃশ্চিক: শরীর ভালো থাকবে না। বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। লেখাপড়ায় ফল ভালোই হবে। শত্রুতার যোগ থাকলেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। বিবাহ বিষয়ে শুভ যোগাযোগ ঘটবে। নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। আয় খারাপ হবে না।

ধনু: শরীর নিয়ে আপনি সমস্যায় পড়বেন। পিতার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে। ব্যবসায়ে লাভের যোগ তেমন নেই। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। গৃহ–ভূমি ও জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে বিবিধ সমস্যার উদ্ভব হবে। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

মকর: কর্মে তেমন ভালো ফল না পেলেও ব্যবসায় লাভযোগ রয়েছে। খুব চিন্তা করে অগ্রসর হবেন। প্রেমপ্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষিত হয়। লেখাপড়ায় ফল ভালোই হবে। বন্ধুদের সঙ্গে সাবধানে মেলামেশা করবেন। সতর্ক হয়ে চলবেন।

কুম্ভ: প্রতারণার দ্বারা ক্ষতি। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে তেমন শুভ ফল পাবেন না। পিতার পক্ষে সময়টি ভালো নয়। ভ্রমণে বাধা। অর্থনৈতিক বিষয়ে মোটামুটি শুভ ফল পাবেন।

মীন: শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনেক দিক থেকে ক্ষতি হয়ে যাবে। দেবগুরু আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করবেন। শিক্ষায় ফল ভালো হবে। আর্থিক বিষয়ে মধ্যম ফল পাবেন। বয়স্করা কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বন্ধুদের থেকে দূরে থাকাই ভালো।

কলকাতা, হাওড়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে সেনাবাহিনীতে কয়েকশো সোলজার

বারাপুকরের আরসিটিসি গ্রাউন্ডে র‍্যালি ২ থেকে ১১ নভেম্বর। আগ্রহী প্রার্থীরা সরাসরি র‍্যালিতে চলে যাবেন না। আগে অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে। ১৭ অক্টোবরের মধ্যে অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.join.indianarmy.nic.in

কাজের খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি : র‍্যালির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ জেলা থেকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রচুর সোলজার নিয়োগ করবে ভারতীয় সেনাবাহিনী। উত্তর ২৪ পরগনার বারাকপুরের আর সি টি সি গ্রাউন্ডে (বারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট) র‍্যালি শুরু ২ নভেম্বর। চলবে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রার্থী বাছাই করবে সেনাবাহিনীর কলকাতা হেড কোয়ার্টার্স রিক্রুটিং জোনের রিক্রুটিং অফিস। নিয়োগ হবে কলকাতা, হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে। অর্থাৎ শুধু এই পাঁচ জেলার প্রার্থীরাই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। শুধু ছেলেরা র‍্যালিতে যাবেন। সেনাবাহিনীর কলকাতা হেড কোয়াটার্স রিক্রুটিং জোনের রিক্রুটিং ডিরেক্টর কর্নেল রাজবীর সিং এই র‍্যালির খবর জানিয়েছেন।

নিয়োগ হবে এইসব ক্যাটেগরিতে : সোলজার জেনারেল ডিউটি, সোলজার ট্রেডসম্যান, সোলজার টেকনিক্যাল, সোলজার টেকনিক্যাল (অ্যাভিয়েশন ও অ্যামুনিশন এক্সামিনার), সোলজার নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার।

র‍্যালিতে অংশগ্রহণে আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে। সরাসরি র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করা যাবে না। অনলাইন দরখাস্ত করার জন্য আগে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। ১৭ অক্টোবরের মধ্যে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ও দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটেযর মাধ্যমে : www.joinindianarmy.nic.in অনলাইন দরখাস্তে চালু ই–মেল অ্যাড্রেস উল্লেখ করবেন। ই–মেল না থাকলে আগে খুলে নিয়ে তারপর অনলাইন দরখাস্ত করবেন। জেলা ও সোলজারের ক্যাটেগরি অনুসারে র‍্যালিতে উপস্থিত হওয়ার তারিখ জানিয়ে প্রার্থীর ই–মেলে অ্যাডমিট কার্ড পাঠানো হবে। এই অ্যাডমিট কার্ডের প্রিন্ট আউট নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে র‍্যালি কেন্দ্রে হাজির থাকতে হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সোলজার ট্রেডসম্যন : মাধ্যমিক বা আইটিআই পাশ। হাউসকিপার, মেসকিপার, ট্রেডের ক্ষেত্রে এইট পাশ।

সোলজার জেনারেল ডিউটি : মোট অন্তত ৪৫ শতাংশ নম্বর সহ মাধ্যমিক। প্রতি বিষয়ে অন্তত ৩৩ শতাংশ করে নম্বর থাকতে হবে। অথবা উচ্চমাধ্যমিক পাশ। উচ্চমাধ্যমিকের ক্ষেত্রে নম্বরের কড়াকড়ি কিছু নেই।

সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার (টেকনিক্যাল) : কমার্স বা সায়েন্স বা আর্টস শাখায় উচ্চ মাধ্যমিক। মোট অন্তত ৬০ শতাংশ এবং প্রতি বিষয়ে অন্তত ৫০ শতাংশ করে নম্বর থাকতে হবে। মাধ্যমিক অথবা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে, বুক কিপিং ও অ্যাকাউন্ট্যান্সী মধ্যে যে–কোনও একটি বিষয় এবং ইংরেজি পড়ে থাকতে হবে।

সোলজার টেকনিক্যাল : ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথমেটিক্স এবং ইংরেজি সহ বিজ্ঞান শাখায় উচ্চমাধ্যমিক। মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর এবং প্রতি বিষয়ে অন্তত ৪০ শতাংশ করে নম্বর থাকতে হবে।

সোলজার টেকনিক্যাল (অ্যাভিয়েশন/অ্যামুনিশন এক্সামিনার) : ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথামেটিক্স ও ইংরেজি সহ উচ্চমাধ্যমিক। মোট অন্তত ৫০ শতাংশ এবং প্রতি বিষয়ে ৪০ শতাংশ করে নম্বর থাকতে হবে। অথবা মাধ্যমিক এবং সেইসঙ্গে মেকানিক্যাল বা ইলেক্ট্রিক্যাল বা অটোমোবাইলস বা কম্পিউটার সায়েন্স অথবা ইলেক্ট্রনিক্স বা ইনস্ট্রুমেন্টশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা।

সোলজার নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট : ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি ও ইংরেজি দিয়ে এবং এই চার বিষয়ের প্রতিটিতে অন্তত ৪০ শতাংশ এবং মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর সহ উচ্চমাধ্যমিক। বটানি বা জুলজি অথবা বায়োসায়েন্সের বিএসসি ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিকের নম্বর নিয়ে কড়াকড়ি নেই। তবে উচ্চমাধ্যমিকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি ও ইংরেজি পড়ে থাকতে হবে।

বয়স : ১–১০–২০১৭ তারিখে সোলজার জেনারেল ডিউটি ক্যাটেগরির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সাড়ে ১৭ থেকে ২১ এবং অন্য সব ক্যাটেগরির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সাক্ষে ১৭ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে হতে হবে।

দৈহিক মাপজোক : সোলজার ক্লার্ক/স্টোরকিপার ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৬৭২ সেমি। অন্য সব পদের ক্ষেত্রে ১৬৯ সেমি। সব ক্যাটেগরির তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৬২ সেমি। বুকের ছাতি সোলজার ট্রেডসম্যান ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে না ফুলিয়ে ৭৬, ফুলিয়ে ৮১ সেমি। অন্য সব ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৭ ও ৮২ সেমি। ওজন : সোলজার ট্রেডসম্যান ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে ৪৮ কেজি। অন্য সব ক্ষেত্রে ৫০ কেজি। সব ক্যাটেগরির তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৪৮ কেজি।

রাজ্য ও জাতীয়স্তরের খেলোয়াড়রা উচ্চতা, বুকের ছাতির মাপ এবং ওজনে যথাক্রমে ২ সেমি, ৩ সেমি ও ৫ কেজি এবং সমরকর্মী, প্রাক্তন সমরকর্মী ও যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের ছেলেরা ওই তিন ক্ষেত্রে যথাক্রমে ২ সেমি, ১ সেমি ও ২ কেজি ছাড় পেয়ে থাকেন। দক্ষ খেলোয়াড়, এনসিসি সার্টিফিকেটধারী প্রার্থীরা বোনাস নম্বর পাবেন।

প্রার্থী বাছাই হবে দৈহিক মাপজোক যাচাই দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষা, মেডিক্যাল টেস্ট ও লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে।

দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে : সর্বাধিক ৫ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়, জিগজ্যাগ ব্যালান্স, পুল আপ ও ৯ ফুট লং জাম্প (ডিচ)। দৈহিক সক্ষমতার পরীক্ষায় সফল হলে মেডিক্যাল টেস্ট ও লিখিত পরীক্ষা। ডাক্তারি পরীক্ষায় ছাড়পত্র পাওয়া সমস্ত প্রার্থীর লিখিত পরীক্ষা হবে। এনসিসি 'সি' সার্টিফিকেট থাকলে সোলজার জেনারেল ডিউটি ও সোলজার ট্রেডসম্যান ক্যাটেগরির প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষায় বসতে হবে না। অন্য ক্যাটেগরির প্রার্থীরা ১৫ নম্বর বোনাস হিসেবে পাবেন।

এনসিসি 'সি' সার্টিফিকেটধারী যেসব প্রার্থী দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেটে অংশগ্রহণ করেছেন, কোনও ক্যাটেগরির ক্ষেত্রেই তাঁদের লিখিত পরীক্ষায় বসতে হবে না।

এনসিসি 'বি' সার্টিফিকেট থাকলে ১০ নম্বর এবং এনসিসি 'এ' সার্টিফিকেট থাকলে ৫ নম্বর বোনাস হিসেবে পাওয়া যাবে। অ্যাডমিট কার্ডের নির্দেশমতো নির্দিষ্ট দিন ভোর সাড়ে ৩টে থেকে সকাল ৬ টার মধ্যে র‍্যালি কেন্দ্রে হাজির থাকতে হবে। র‍্যালি কেন্দ্রের ঠিকানা : আর সি টি সি গ্রাউন্ড, ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট, বারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনা। তথ্যের জন্য দেখতে পারেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

এছাড়াও তথ্যের জন্য কলকাতা হেড কোয়াটার্সের রিক্রুটিং অফিসে, রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন বাদে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে ফোন করতে পারেন এই নম্বরে : (০৩৩)২২২৩–৬৮৯৭।

র‍্যালিতে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

- অ্যাডমিট কার্ডের প্রিন্ট আউট।
- মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েশন (থাকলে) অ্যাডমিট কার্ড, সার্টিফিকেট, মার্কশিট, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবং প্রতিটির দু'টি স্বপ্রত্যায়িত নকল। মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণদের ক্ষেত্রে স্কুলের প্রধানশিক্ষক কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং ডিস্ট্রিক্ট ইনস্পেক্টর অব স্কুলসের কাউন্টার সিগনেচার–সহ স্কুল ট্রান্সফারে সার্টিফিকেট ও মার্কশিট এবং সেগুলির স্বপ্রত্যয়িত নকল।

প্রয়োজনে জন্মতারিখের প্রমাণ হিসেবে ডিস্ট্রিক্ট বার্থ রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে নেওয়া জন্মতারিখের সার্টিফিকেট ও তার স্বপ্রত্যায়িত নকল সঙ্গে রাখবেন। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ প্রার্থীরা রেজিস্ট্রেশন, অ্যাডমিট কার্ড মার্কশিট ও সার্টিফিকেটের ৩টি করে স্বপ্রত্যায়িত নকল সঙ্গে রাখবেন।

- ডিএম বা এডিএম বা এসডিও–র অফিস থেকে অফিশিয়াল লেটার হেডে নেওয়া গোল সিলমোহরের ছাপ–সহ পার্মান্টের রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট ও তার স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও পুরসভার চেয়ারম্যানের কাছ থেকে নেওয়া ও গোল সিলমোহরের ছাপ দেওয়া ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট ও তার স্বপ্রত্যয়িত নকল। ৬ মাসের বেশি পুরনো সার্টিফিকেট চলবে না। ২১ বছরের নীচের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই সার্টিফিকেটে 'অবিবাহিত' কথাটা লেখা থাকতে হবে।
- আদিবাসী বা তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এসডিও–র অফিস অথবা ডিএম–এর অফিস থেকে নেওয়া কাস্ট সার্টিফিকেট ও তার স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- এনসিসি সার্টিফিকেট (থাকলে) ও তার স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- সমরকর্মী বা প্রাক্তন সমরকর্মী বা যুদ্ধে নিহত সৈনিকের বিধবার ছেলেদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রেকর্ড অফিস থেকে নেওয়া বোনাফায়েড সার্টিফিকেট ও তার স্বপ্রত্যয়িত নকল। রিলেশনশিপ সার্টিফিকেটে স্বাক্ষরকারীর আর্মি নম্বর, র‍্যাঙ্ক ও নামের উল্লেখ থাকতে হবে।
- জাতীয় বা রাজ্যস্তরে খেলোয়াড়দের (গত ২ বছরের মধ্যে অন্তত দ্বিতীয় স্থানাধিকারী খেলোয়াড়রা বিবেচিত হবেন) ক্ষেত্রে স্পোর্টস সার্টিফিকেট ও তার স্বপ্রত্যয়িত নকল।
- ২০ কপি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো। ফটোর ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা হতে হবে। ফটো স্বপ্রত্যয়িত হওয়ার দরকার নেই।
- অবাঙালি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকের অফিস থেকে মঞ্জুর করা ডোমিসাইল বা নেটিভিটি সার্টিফিকেট ও তার প্রত্যায়িত নকল।
- আধার কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
- প্রত্যায়িত নকলের সঙ্গে মূল সার্টিফিকেট ও নথিপত্রগুলির সঙ্গে রাখবেন।
- ১০ টাকার নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে নোটারি কর্তৃক প্রত্যয়িত এবং প্রার্থী কর্তৃক স্বাক্ষরিত এফিডেভিট।

শব্দবার্তা ৪৯

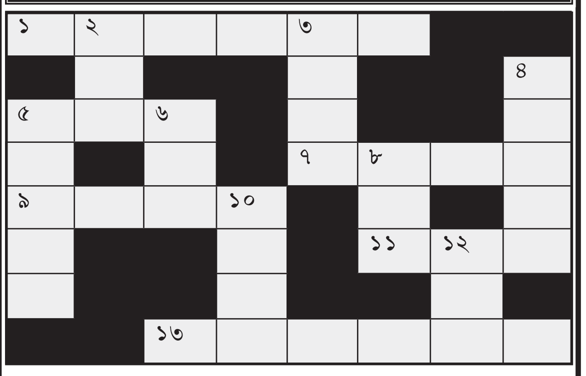

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর স্মৃতিবিজড়িত স্থান ৫। বদনাম, অশ্লীল কথা ৭। অসংখ্য ৯। যথারীতি, রীতি অনুসারে ১১। বনে উৎপন্ন ১৩। খুব তাড়াতাড়ি।

উপর–নীচ

২। 'কাঁদে —— বিন্দু জগতের তৃষা হরিতে' ৩। সতর্ক, হুঁশিয়ার ৪। ব্যাপক লুণ্ঠন ৫। মহাষ্টমীর দিনে হিমালয়কন্যা পার্বতীর পূজা ৬। তির্যক ৮। সেই বিষয়ক ভাবনা বা চিন্তা ১০। গুলি, বারুদ প্রভৃতি রাখার পাত্র ১২। আসল নয়।

সমাধান : শব্দবার্তা ৪৮

পাশাপাশি : ২। মহাপঞ্চমী ৫। বিলোভন ৭। মশান ৯। বিসর্জন ১০। সান্ধ্যসভা ১১। চাতক ১৩। পরাজিত ১৫। মধুরাস্বাদ।

উপর–নীচ : ১। চাবি ২। মন ৩। পঞ্চম ৪। মীলন ৬। লোকসঙ্গীত ৮। শাকসবজি ১১। চাটিম ১২। কলেরা ১৩। পদ ১৪। তত।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** — হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** — শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** — কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** — পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** — গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** — দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** — রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** — শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** — অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**– রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** — ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

পথ দুর্ঘটনায় আহত মহিলা

সুভাষ চন্দ্র দাশ ঃ ক্যানিং ঃ–পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন এক মহিলা। আহত মহিলার নাম সাহানারা বিবি মোল্লা। তাঁর বাড়ি জীবনতলা থানার কালিকাতলায়। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং বাসস্ট্যান্ডে। এদিন বারুইপুরগামী একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে একটি ইঞ্জিন ভ্যানের ধাক্কা লাগলে ইঞ্জিন ভ্যানে বসে থাকা মহিলা ছিটকে বাসের চাকায় পড়ে গেলে গুরুতর আহত হন। স্থানীয় লোকজন আহত মহিলাকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। আহত মহিলার সিটি স্ক্যান হয়েছে। ক্যানিং থানার পুলিশ বাসটিকে আটক করেছে।

অ্যাসিড কাণ্ডে অবশেষে গ্রেফতার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক গৃহবধূর নিম্নাঙ্গে অ্যাসিড ঢেলে দেওয়ার অভিযোগে মূল অভিযুক্ত রাম দাসকে গ্রেফতার করল হাবড়া থানার

পুলিশ। স্থানীয় সূত্রের খবর প্রায় দুই বছর ধরে কুমড়া মহিষা দাসপাড়ার ওই মহিলার সঙ্গে বিবাহ বর্হিভূত সম্পর্ক ছিল রামের। ইদানিং সেই সম্পর্ক থেকে ওই মহিলা বেরিয়ে আসতে চাইছিলেন। এতেই রাগ হয় তার। ক্ষেপে যায় সে। গত আগস্ট মাসের ২৪ তারিখ রাগের বশবর্তী হয়ে ওই মহিলার গোপনাঙ্গে অ্যাসিড ছোড়ে রাম। এরপর অসুস্থ মহিলাকে ভর্তি করানো হয় হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। অভিযুক্ত পলাতক থাকলেও গত সোমবার পুলিশ রাম দাসকে ধরে ফেলে। গ্রেফতার করা হয়েছে অ্যাসিড বিক্রেতা স্বরূপ সাহাকেও। হাবড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই মহিলার সঙ্গে সোমবার দেখা করেন সেভ ডেমোক্র্যাসির রাজ্য সম্পাদক চঞ্চল চক্রবর্তী। অভিযুক্ত ধরা পড়ায় স্বভাবতই স্বস্তি ফিরেছে স্থানীয় এলাকায়।

ব্রেসব্রিজের হেমন্ত বসু মার্কেটের লক্ষ্মীপ্রতিমা

মানবিকতার নজির বক্রেশ্বরের সন্ন্যাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ধর্ষণ, খুন, মারামারি, হিংসার যুগে মানুষজনের মন থেকে এখনো যে মানবিকতা হারিয়ে যায় নি তার জ্বলন্ত উদাহরণ মিললো বীরভূম জেলার শৈবতীর্থ বক্রেশ্বরে। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, বছর দুই আগে আগুনে বাঁ পা পুড়ে যায় গোহালিয়াড়া গ্রামের বিধবা বৃদ্ধা নাগরী বাউড়ীর। পায়ে টান ধরায় হাঁটাচলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। ছেলে বউ মেয়ে কেউ দেখে নি বলে আক্ষেপ নাগরীর। নাগরীর এই দুর্দশা দেখে এগিয়ে আসে বক্রেশ্বর বাণপ্রস্থ আশ্রমের নাগা সম্প্রদায়ের প্রধান সন্ন্যাসী দুর্গেশ গিরি। সাড়া দেন কলকাতার বিশিষ্ট প্লাস্টিক সার্জেন ডাক্তার মনীশমুকুল ঘোষ। আর্থিক সাহায্য করে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত কলকাতার ব্যবসায়ী সুব্রত বসু। ২৫শে আগস্ট কলকাতার নার্সিংহোমে অস্ত্রোপচার সফল হয়েছিলো। ৩০ হাজার টাকা জোগাড় হয়েছিলো সম্মিলিত প্রচেষ্টায়। বছর ৫০–এর নাগরী এখন হাঁটছে। নাগরী ফিরেছে উওম গিরি ফাউন্ডেশনের বক্রেশ্বর বাণপ্রস্থ আশ্রমের প্রধান সন্ন্যাসী দুর্গেশ গিরির আশ্রয়ে।

চায়ের কাপ হাতে নাগরী বাউড়ী

জীর্ণ সোনারপুর থানা, হেলদোল নেই প্রশাসনের

অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার : রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কলকাতা শহরে চলছে ব্যাপক ভাবে উন্নয়নের কাজ। কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। সেখানে জেলার বেশ কয়েকটি থানা মুখ থুবড়ে পরে রয়েছে। সেই আক্ষেপের কথাই শোনালেন এক অফিসার। সূত্রের খবর দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থানা একেবারে জীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে দিনের পর দিন। বহু যুগ ধরে চলছে এই অরাজকতা, অথচ কারো কোনও হেলদোল নেই। ভ্রুক্ষেপ নেই সরকার ও সরকারের উচ্চপদস্থ কর্তাদেরও। সোনারপুর থানা এক বিশাল এলাকা নিয়ে এই থানা। না আছে গাড়ি না আছে সরঞ্জাম। যাকে বলে ঢাল–তলোয়ারহীন অবস্থা। ভাঙা ব্যারাকে পুলিশ অফিসারেরা বসবাস করছে, বৃষ্টির সময় ছাদ দিয়ে জল পড়ে। সেখানে বালতি পাততে হয় বা প্লাস্টিক টাঙাতে হয়।

সম্প্রতি থানায় ডায়েরির নেওয়ার জায়গায় দুজন কন্সটেবল ও একজন হোম গার্ড কর্তব্যরত অবস্থায় থাকাকালীন হঠাৎ করে মাথার উপরে এক বিরাট চাঁই খসে পরে। একটু হলেই পুলিশ কর্মীদের মাথায় লাগতো। মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে এভাবেই পুলিশ কর্মীরা কর্তব্য করে যাচ্ছে। এই বাড়িটি এখন বিপদজনক অবস্থায় রয়েছে। সেই কারণে কিছু পুলিশ অফিসার বাইরে ঘর ভাড়া নিতে বাধ্য হয়েছে। লড়ঝড়ে গাড়ি নিয়ে ক্রিমিন্যাল দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের ধরতে হচ্ছে।

আজকাল সমস্ত ক্রিমিন্যালদের কাছে ২ সিসি বাইক একথেকে লাখ দেড় লাখের গাড়ি তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ধরতে গেলে এই ঝড়ঝড়ে ট্রেকার দিয়ে ধরা যায় না। অথচ কলকাতা পুলিশের এক থেকে দেড় কিলোমিটার এলাকায় চলছে ঝাঁ চককচে বোলেরো, স্করপিও। নতুন নতুন গাড়ি দিয়েছে রাজ্য সরকার।অন্য দিকে জেলায় ওসি, আইসি দের ভাড়া করা গাড়ি চড়তে হয়। প্রশ্ন কেন এই তারতম্য। অন্য কোনও সভ্য দেশের থানা এরকম হয় না। আর এক দিকে কোস্টাল থানা গুলো সুন্দর ভাবে সাজানো হয়েছে কিন্তু অন্য থানা গুলোর দিকে সরকারের এক বিন্দু নজর দেবার সময় নেই। সাধারণ মানুষের জন্য পুলিশ মানুষের পাশে থাকার নির্দেশ দিচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জেলার থানা গুলোর দিকে নজর দিলেই পুলিশরা অনেক বেশি ভালো ভাবে কাজ করতে পারে।

অন্য দিকে থানার গাড়ি গুলোতে আগে তেল বরাদ্দ থাকতো দিনে ১০ লিটার। সেখান থেকে কমিয়ে ৮ লিটারে আনা হয়েছে। থানার গাড়িগুলি পুরো ২৪ ঘন্টা ডিউটি করতে থাকে তাহলে এই ৮ লিটার তেলে কতক্ষণ চলবে ?প্রত্যেক দিন চার থেকে পাঁচটা করে মৃতদেহ থানায় আসছে। থানার ডোম কে পুলিশের পকেট থেকে টাকা দিতে হয়। কারণ গাড়ি নেই কোনো মৃত মানুষের দেহ আনবার জন্য। দুর্গন্ধময় লক আপ। মানুষের থাকার উপোযোগী নয়। অনেক সময় দেখা গেছে থানায় গাড়ি নেই। ট্রেনে, বাসে বা অটোতে করে থানার পুলিশ কর্মীরা ডিউটি করে যাচ্ছে। অন্য দিকে বড় বাবুর হুংকার তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর জন্য। কি ভাবে পৌছাবে তাড়াতাড়ি ?প্রশ্ন উঠছে। এই সোনারপুর থানাটি যে ভগ্ন বাড়িটিতে আছে সেই মালিকের সঙ্গে মামলা চলছে। অনেক শরিক মারা গেছে। সুতরাং এটা গায়ের জোরে জবর দখল করে থানা চলছে। সাধারণ মানুষ যখন অন্যের সম্পত্তি দখল করতে যায় সেখানে পুলিশ বাধা দেয়। এখানে অন্যের সম্পত্তিতে রক্ষক পুলিশ সে নিজেই জবর দখল করে বসে ভক্ষক হয়ে উঠেছে। সূত্রের খবর অফিসারেরা নিজেদের বেতন থেকে কেস ডায়েরি লেখার জন্য কাগজ কিনতে হয় এর থেকে লজ্জাজনক অবস্থা কিছু নেই। আর এই রাজ্যে চলছে উৎসবের মোচ্ছব। কে বলে টাকা নেই তহবিলে?

থানার এক কর্মী বলেন এবারে আমাদের পরিবারদের না খাইয়ে থানায় টাকা লাগাতে হবে। আমরা রীতিমতো পরীক্ষা দিয়ে পুলিশের চাকরি পেয়েছি। ঘুষ দিয়ে বা নেতা ধরে চাকরি পাইনি। অন্যদিকে থানার প্রতিটি পুলিশ অফিসারেরা নিজেদের পকেট থেকে ৪০০–৫০০ টাকা দিয়ে কেস ডায়েরি লেখান রাইটারকে দিয়ে। কারণ অফিসারেরা এতোটাই ব্যস্ত যার ফলে কেস লিখবার একদম সময় নেই। কলকাতা পুলিশের ৮ ঘন্টা ডিউটি আর বেঙ্গল পুলিশের ২৪ ঘন্টা ডিউটি। এছাড়া কলকাতা পুলিশের সিটি অ্যালাউন্স আছে বেঙ্গল পুলিশের এই ধরনের অ্যালাউন্স নেই। সোনারপুর থানাকে দু ভাগে ভাগ করার কথা বহু দিন ধরে চলছে। কিন্তু সে দিকে কোনও হেলদোল নেই। অন্য দিকে সোনারপুরে দমকল স্টেশন হয়ে গেলো, ফ্লাই ওভার হয়েছে, বাইপাস সাজানো হচ্ছে, ত্রিফলা লাইট বসেছে, সৌন্দর্যায়নের জন্য বসছে গাছ। কিন্তু একটা থানা সোনারপুরে প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষের বসবাস সেই থানার দিকে পুলিশের কোনও বড় কর্তাদের নজর নেই। নজর নেই রাজ্য সরকারের বিধায়ক ,সাংসদ ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র শোভন চট্রোপাধ্যায়ের।

শোভন বাবু এই জেলায় বেশি করে আসলেও সোনারপুরে এসে অনেক উন্নয়নের কথা বলেন। কিন্তু যে থানা ১৫ লক্ষ মানুষের পাহারাদার সেই জীর্ণ ভাঙাচোরা থানার চেহারার দিকে চোখ যায়নি। একবারের জন্য খোঁজ খবরও নেন না। আর যাঁরা আছেন সেই কাউন্সিলর, নেতা বা বিধায়ক তারাও শোভনবাবুর কানে তোলেন নি কিছুই। অন্য দিকে দিনে রাতে থানা থেকে অজস্র সুবিধা নিতে ব্যস্ত কাউন্সিলর, যুব নেতা থেকে বিধায়ক। কিন্তু থানার উন্নয়নের ব্যাপারে সবাই মুখে কুলুপ দিয়ে আছে। এটাই বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতি সোনারপুর থানার।

আইনের রক্ষকদের জীবনযাত্রার হাল বেহাল। বেহাল সোনারপুর থানার পুলিশ কোয়ার্টার (বাঁদিকে), ভেঙে পড়ছে থানার সিলিং (ডানদিকে)।

উন্নয়নের ঢক্কানিনাদের মাঝে কলকাতার কাছে নুঙ্গিতে জেটি ছাড়া এভাবেই চলছে গঙ্গা পারাপার। নাজেহাল নিত্যযাত্রীরা। ছবি: অরুণ লোধ

বরাহনগরে ডেঙ্গু

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেশ কয়েকদিন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত একটি বেসরকারি হাসপাতালে মারা গেলেন নিয়োগীপাড়া রোডের বাসিন্দা শ্রীপর্ণা ঘোষ। পুজোর কয়েকদিন ডেঙ্গুতে ভুগে ভরতি হয়েছিলেন বেলঘরিয়া ১১ নম্বর বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে কলকাতার একটি হাসপাতালে তাকে স্থানান্তরিত করা হয়। পরিবারের অভিযোগ প্রশাসন ডেঙ্গু নিয়ে নানা প্রতিশ্রুতি দিলেও আসলে হাসপাতালগুলিতে ডেঙ্গু চিকিৎসার কোনও সঠিক পরিকাঠামো নেই। রয়েছে সচেতনতার অভাবও। এক্ষেত্রেও তারা চিকিৎসার গাফিলতিকেই দায়ী করেছেন। তাদের আরও অভিযোগ বরাহনগর পুরসভা ডেঙ্গু চেপে রাখার চেষ্টা করলেও ফল হচ্ছে উল্টো।

হাওড়া লস্করপুর নোয়াপাড়া বারোয়ারি কমিটির ১১০ বছরের প্রতিমা।
–ছবি : সঞ্জয় চক্রবর্তী

মদে আপত্তি, বেদম মার বন্ধুকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বনগাঁ : দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব, অথচ এই বন্ধুত্বের মধ্যেই ভীষণ রকম তিক্ততা চলে এল। পুজোর সময়টাতেও বছর বাইশের বাবুসোনা অধিকারী বন্ধুদের সাথে আড্ডা ও আমোদ আহ্লাদে কাটিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ গত সোমবার বন্ধুদের ডাকে হাজির হলেও মদ খাওয়ায় অনীহা প্রকাশে প্রবল মার খেতে হল বনগাঁ থানা এলাকার তালতলা ঘোষপাড়া এলাকার বাসিন্দা বাবুসোনাকে। শুধু তাই নয়, মারের আঘাতের প্রাবল্য এতটাই বেশি ছিল যে মাথায় আঘাতের জন্য সেলাই সহ চিকিৎসাধীন থাকতে হল আহত বাবুসোনা অধিকারীকে। বাবুসোনার বাবা নারাণ অধিকারীর অভিযোগ, সোমবার রাতে ঘোষপাড়া পুকুরপাড়ে বাবুসোনার তিন বন্ধু রাজা ব্যানার্জি, দেবা ঘোষ ও মৃণাল মণ্ডল বাবুসোনাকে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর বাবুসোনাকে মদ খাওয়াতে চেষ্টা করে বন্ধুরা। মদ খেতে না চাওয়াতে প্রথমে ধ্বস্তাধ্বস্তি ও পরে মারামারিতে জড়িয়ে পড়ে সে। এরপর প্রবল মার খেয়ে পুকুরধারে পড়ে থাকলে পালিয়ে যায় বন্ধুরা।

এরপর নারাণ অধিকারী অভিযুক্তদের নামে বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ করলে বনগাঁ থানার পুলিশ স্থানীয় দেবগড় ও গান্ধিপল্লির বাড়ি থেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে। এলাকায় ভাল ছেলে বলে পরিচিত বাবুসোনার এইরূপ হাল দেখে স্বভাবতই স্তম্ভিত অভিভাবকেরা। হাসপাতালে শুয়ে বাবুসোনার উক্তি ''সত্যি! বন্ধু চেনা ভীষণ দায়।'

পরিবর্তনের পর সুন্দরবনে উন্নয়নের মালামাল জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গে শেষ ৬ বছর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মা–মাটি–মানুষের সরকারের জন্য সুহানা সফর চলছে উৎকর্ষ আর উন্নতির ইচ্ছাকে পাথেয় করে। একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সুন্দরবন বিষয়ক দফতরের বিগত ৬ বছরের (২০১১–১২ থেকে ২০১৬–১৭ অর্থবর্ষ) উন্নয়নের চিত্র মেলে ধরা হল : সুন্দরবন বিষয়ক দফতরের কাজকর্ম রাজ্য সরকারের অঞ্চল উন্নয়ন কর্মসূচির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পরিকল্পনা প্রস্তাবগুলি এবং কাজের কর্মসূচি এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে তার সর্বাধিক সুবিধা সমাজের দরিদ্রতম মানুষের কাছেও পৌঁছাতে পারে।

এই পরিকল্পনা কর্মসূচির অধীনে অগ্রাধিকারের জায়গাগুলি হল : দ্বীপ অঞ্চলগুলিতে যাতায়াতের সুবিধার জন্য পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সহ পরিকাঠামোগত উন্নয়ন। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি। গত ৬ বছরের সময়কালে লক্ষ্যণীয় সাফল্য : দ্বীপাঞ্চলে যাওয়ার সুবিধার জন্য পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সহ পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটেছে। ইট বাঁধানো রাস্তা তৈরি হয়েছে ১৬৭৬.০২৫ কিলোমিটার, কংক্রিটের রাস্তা ২৯০.৫৮২ কিলোমিটার এবং বিটুমিনের রাস্তা তৈরি হয়েছে ৩১৫.৮৩২ কিলোমিটার। মোট ৬টি আর সিসি সেতু নির্মাণ তৈরি হয়েছে। কাকদ্বীপ ও পাথরপ্রতিমা ব্লকগুলির সংযোগসাধনের জন্য গঙ্গাধরপুর–দুর্বাচটিতে সপ্তমুখী নদীর ওপর সপ্তমুখী সেতু, মথুরাপুর–১ নম্বর ব্লকে বাঁশতলা বড়ামেরিতে সুতারবাগ নদীর ওপর সুতারবাগ সেতু, জয়নগর–২ ও কুলতলির সংযোগকারী সিকিরহাট খালের ওপর সিকিরহাট সেতু, মথুরাপুর–২ পাথরপ্রতিমা ব্লকগুলির সংযোগ সাধনের জন্য বোলেরহাটে মৃদঙ্গভাঙা নদীর মদঙ্গ সেতু এবং পাথরপ্রতিমা ব্লকে আঠোরাগাছি খালের (জোয়ার–ভাটার কারণে) ওপর কুমারপুর বাজার সেতু ও আদিবাসী বাজার সেতু।

কাকদ্বীপের আট নম্বর লটে জেটিসহ ১৩১টি আরসিসি জেটি তৈরি হয়েছে। রায়দিঘি ও ক্যানিং–এ স্পোর্টস কমপ্লেক্স তৈরি হয়েছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের চাষিদের মধ্যে চার লক্ষেরও বেশি উপকারভোগীকে নানা ধরনের কৃষি সম্পর্কিত দ্রব্য যেমন : রাঙা আলুর বীজ, সূর্যমুখীর বীজ, ভার্মি কমপোস্ট ইত্যাদি এবং কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন : ধানমাড়াই যন্ত্র, হস্তচালিত ও পাচালিত সিঢ়্চক যন্ত্র, কৃষি আচ্ছাদনরূপে মশারি ও জাল, ১.০ অশ্বশক্তিসম্পন্ন পাম্প সেট ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে। দরিদ্র পর্যায়ভুক্ত প্রায় ৩৫ হাজারেরও ওপর উপকারভোগী ধীবরদের মাছের পোনা, চুন, মাছের খাবার প্রদান করা হয়েছে এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এবং প্রায় চার হাজার হেক্টর কমবেশি সাড়ে ২৯ বিঘা জমি ম্যানগ্রোভ, ঝাউ ইত্যাদি উদ্ভিদ রোপণের আওতায় আনা হয়েছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা : কোন্নগরে রাজরাজেশ্বরী মায়ের মন্দির হুগলি জেলার এক গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় ধর্মস্থান। এখানে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যাগ – যজ্ঞ ও পুজা – পাঠ ইত্যাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এর সঙ্গে চলে সমাজসেবাও। সম্প্রতি এই মন্দিরে গরিব ও দুঃস্থ মহিলাদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এমনটাই জানালেন মন্দিরের প্রধান পুজারী শচীস্বরূপ ব্রক্ষচারী। বস্ত্রদানের পাশাপাশি মন্দিরে চৌষট্টি যোগিনী পুজা হয়। মন্দিরে প্রতিমাকে ভোগ নিবেদন করা ও এই পুজায় হাজার হাজার মানুষকে পুজার ভোগ খাওয়ানো হয়।

উত্তরপাড়ার বিধায়ক প্রবীর ঘোষালের কোন্নগরের বসতবাড়ির ৫৬৩ বছরের দুর্গাপ্রতিমা। –নিজস্ব চিত্র

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫১ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা, ৭ অক্টোবর – ১৩ অক্টোবর , ২০১৭

নেতারা কর্মীদের প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগ, ভাগ্যিস এখনকার কর্মীরা প্রশ্ন করে না

নির্মল গোস্বামী

তখন ব্রিটিশ রাজত্ব। ১৮৫৭ এর মহাবিদ্রোহের পর মহারাণী ভিক্টোরিয়া নিজ অধীনে ভারতের শাসন ভার নিয়েছেন। আর কোম্পানির লুটের রাজত্ব নয় এবার আইনের শাসন, প্রজাকল্যাণের শাসন আরম্ভ হল। উন্নয়নের প্রথম চিহ্ন স্বরূপ ভারতে রেলগাড়ি চালু হল। দিকে দিকে স্কুল কলেজ বিদ্যালয় হাসপাতাল স্থাপন হল। পাকা রাস্তা তৈরি হল ফলে সরকারি ভাবে প্রচার হল যে ''দেশের উন্নতি হইতেছে।'' এই যে দেশের উন্নতি বলে প্রচার হচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রথম প্রশ্ন তুললেন বঙ্কিম চন্দ্র। তিনি বললেন দেশের উন্নতি বলতে কাদের উন্নতি বোঝায়? দেশের ৮০ ভাগ লোক কৃষক। সেই কৃষকের কি উন্নতি হয়েছে? আজও সারা দিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর ঘরের দাওয়ায় বসে ভাঙা সানকিতে বড় বড় মোটা মোটা রাঙা চালের ভাত নুন ও লঙ্কা সহযোগে গলাধঃকরণ করে রাম কৈবর্ত্য আর হাসিম শেখেরা, তাদের কি উন্নতি হয়েছে?

সার্ধশতবর্ষ পার হলেও উক্ত প্রশ্ন আজও আমাদের দেশে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায় নি। রাজনীতির মূল অভিমুখ ওই প্রশ্নকে ঘিরেই আবর্তিত হয়। কৃষকের দুঃখে নেতারা কেঁদে ভাসায়। একাধিপত্য কংগ্রেস রাজত্বে তারা উন্নতির জয় ঢাক পেটাত সারাক্ষণ। সেই উন্নয়নের বিপক্ষে মূলত প্রশ্ন তুলত বামপন্থীরা। শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে সরকার ব্যয় অপ্রতুল। সামরিক খাদে বিপুল ব্যয় কেন? দেশের ৭০ ভাগ লোক তখনও পর্যন্ত নিরক্ষর, দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে। এই সব প্রশ্ন উত্থাপন করে নিজেরাই তার সুরাহার হদিশ দিতেন পার্টির মুখপত্রে কিংবা জনসভার মঞ্চে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমবে স্টেট ট্রেডিং (রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য) চালু করলে। তাই ২০টি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের স্টেট ট্রেডিং চালু করতে হবে। পুঁজিবাদ খতম করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে তবেই ভারতবর্ষের সাধারণ খেটে খাওয়া গরিব মধ্যবিত্ত মানুষের মুক্তি হবে। স্বাধীন ভারতে টাটা, বিড়লা, গোয়েঙ্কা, ছাবারিয়াদের সম্পদ লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে। আর গরিব মধ্যবিত্ত আরও গরিব হয়েছে। বামপন্থীদের সর্বরোগ হরার দাওয়াই হল পুঁজিবাদ খতম করে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা। ফলে স্বাধীনতার পরবর্তী ৫০ বছর সব প্রশ্নের উত্তর নিহিত সমাজতন্ত্রের গর্ভে। পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন বাম রাজত্বের ফলে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে সমাজতন্ত্র ভেঙে পড়ার আবার নতুন প্রশ্ন উঠে এলো। 'পেরেস্ত্রৈকা' ও 'গ্লাসনস্ত' কি পথ দেখাবে? পুঁজিবাদের গর্ভেই কি তবে লুকিয়ে আছে মানুষের সব সমস্যার সমাধান! সংসদীয় গণতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যক্তির পুঁজির বাড় বাড়ন্ত নিয়ে প্রশ্ন করতেই মানুষ ভয় পায়। কারণ উত্তর দেওয়ার কেউ নেই। বামপন্থীরা ক্ষমতার মোহে সংসদে আটকে পড়েছিল। তাদের বিশাল ক্যাডার কুল যারা অনেক ত্যাগ, অত্যাচার, অনেক প্রলোভনকে জয় করে কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের সংগ্রামে লিপ্ত ছিল তাদের মুখেও কোনও প্রশ্ন শোনা যায় নি। কারণ কমরেডদের বোঝানো হত একটা রাজ্যে ক্ষমতা পেয়ে কিছু করা যায় না। দেশের অর্থনীতি পরিচালনা করে কেন্দ্রীয় সরকার। কমরেড কুলও করেকম্মে খাওয়ার সুযোগ পেয়ে সব প্রশ্ন ভুলে গেল। ক্ষমতা ধরে রাখার লড়াই লড়তে লড়তে ভুলে গেল শ্রেণি সংগ্রামের লড়াই।

পূর্বে রাজনীতিতে মানুষকে টেনে আনত মূলত অর্থনৈতিক প্রশ্ন। বেকারিত্ব, দারিদ্র, অনাহার, অশিক্ষা

আর শেষ ছিল শাসকদলের অত্যাচার। সাধারণ মানুষের অর্থনীতির সুরাহা হবে কোন পথে সেই পথ দেখাতো রাজনীতি। এখন অর্থনীতির প্রশ্ন গৌণ হয়ে গেল। ক্ষমতা প্রভুত্ব আর কামানোর প্রশ্নাতীত পন্থা হল রাজনীতি। তাই আর প্রশ্ন নয় আনুগত্যই রাজনৈতিক কর্মীর প্রধান গুণ হল।

দলীয় কর্মীরা দলের নেতাদের আর প্রশ্ন করে না। পৃথিবী ব্যাপী নতুন ধারণা হল চুঁইয়ে পড়া তত্ত্ব। অর্থাৎ বড়লোকদের উন্নতি হলে সেই উন্নতির উদ্বৃত্ত কিছু অংশ চুঁইয়ে পড়বে এবং তাতে গরিবদের উন্নয়ন হবে। ভারতের অর্থনীতির পরিচালক দুটি দল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে অর্থনীতির কোনও পার্থক্য নেই। তাই এই দুটি দলের কর্মীদের মনে কোনও প্রশ্নই নেই। প্রধানমন্ত্রীরা দেশ চালাবেন। দলের কাজ শুধু জিতিয়ে মন্ত্রী করে দেওয়া। তারপর যা করার মন্ত্রীই করবেন। এই গতানুগতিকতার বেড়া ভেঙে হঠাৎ বিজেপির কর্মীরা পশ্চিমবঙ্গে সফররত সর্বভারতীয় সভাপতিকে দু একটি প্রশ্ন করে বসে। রাজনীতিতে এটাই তো কাম্য। কর্মীরা জনগণের প্রশ্নের জবাব দেবে। আবার কর্মীরা নেতাদের কাছ থেকে প্রশ্নের উত্তর জেনে নেবে। তবেই তো কর্মী ও নেতাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে। অমিত শাহকে এক কর্মী ব্যাঙ্কের সুদ কেন কমছে এবং জিএসটি নিয়ে প্রশ্ন করেছিল। গ্রামে গ্রামে বিস্তারক কর্মসূচি চলাকালীন এই প্রশ্ন দুটি নিশ্চয় জনগণ করেছিল। কর্মীটি উত্তর দিতে পারে নি। তাই অনেক আশা নিয়ে দলের সভাপতির কাছে প্রশ্ন রেখেছিল। কিন্তু খবরে প্রকাশ অমিতজী প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়েছেন। যেখানে উচিত ছিল প্রাঞ্জল ভাবে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সেখানে প্রশ্ন এড়িয়ে সভাপতি শুধু যে নিজের অযোগ্যতা প্রমাণ করলেন তাই নয় দলের কাছেও সর্বজনগ্রাহ্য কোনও উত্তর নেই সেটাও প্রমাণিত হল।

অটলবিহারি'র সরকার ২০০০ সালে ক্ষমতায় এসেই বি-কেন্দ্রীকরণ আর ব্যাঙ্কের সুদ কমিয়ে দিয়েছিল। অনেক উন্নয়ন করা সত্ত্বেও মানুষ মূলত ওই দুটি ইস্যুতে অটলজির দলকে আর দ্বিতীয় বার ভোট দেয় নি।

যাইহোক বিজেপি শিক্ষা নেয় নি কি নিয়েছে সেটা বড় কথা নয়। কথা হল সভাপতি তথা দলের পরিচালক যদি প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারে তাহলে দেবে কে? আসলে ভাঁওতা দিয়ে ভোট নেওয়া ছাড়া দলগুলোর আর কোনও গতি নেই। দলের তরফে আচ্ছা দিন আনবার প্রতিশ্রুতি ছিল। আচ্ছা দিন নাই আসুক অন্তত যা ছিল সেইটাই যদি থাকে তাহলে ধরে নেওয়া যায় চেষ্টা করেও কথা রাখতে পারেনি। যদি পূর্বের থেকে খারাপের দিকে যায় তাহলে কী বলা যেতে পারে? তখন ভন্ড মিথ্যাবাদী, ধোঁকাবাজ বলা যেতে পারে।

অমিতজির ভাগ্য ভাল যে কর্মীটি এই প্রশ্ন করেনি যে আন্তর্জাতিক বাজারে যা তেলের দাম তাতে ৩০ টাকার পেট্রোল কেন ৭২ টাকায় কিনতে হয়? কংগ্রেস আমলে ক্রুড অয়েল ১০৫ টাকা ডলার কিনে দেশের বাজারে ৭২-৭৪ টাকায় বিক্রি হচ্ছে আর বিজেপি আমলে ক্রুড অয়েল ৪৫ টাকা থেকে ৫০ টাকায় কিনে দেশের বাজারে ৭২-৭৩ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। কেন? তেলের দাম কমলে সব জিনিসের দাম কমে। পরিবহন খরচ কমলে তার ফল সরাসরি জনগণ পেতে পারে। কেন মোদিজি সেই পথে হাঁটলেন না? জিনিসপত্রের দাম কমুক তা কি চান না তিনি? তাহলে সরকারের উদ্দেশ্য কি তা জনগণকে জানাক বিজেপি পার্টির সভাপতি। যদি কর্মীটি প্রশ্ন করত যে ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কর মিলিয়ে ৬ লক্ষ ১১ হাজার ১২৮ কোটি টাকা শিল্পপতিদের কেন ছাড় দেওয়া হল? এর ফলে দেশের অর্থনীতি কি মজবুত হল? নাকি শিল্পপতিরা নতুন করে এক লাখ বেকারের কর্মসংস্থান করে দিল? যদি প্রশ্ন করত পৃথিবীর কোন দেশে ২৮% জিএসটি নেই। ভারতের মতো গরিব দেশে ২৮% সর্বোচ্চ হার কেন? এতোই যদি করের দরকার তাহলে শিল্পপতিদের কর ছাড় কেন? কেন শিল্পপতিদের ৩ লক্ষ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ মুকুব করে দেওয়া হল? শিল্পপতিরা কি ঋণ মুকুবের জন্য রাস্তা অবরোধ, রেল অবরোধ করে জনজীবন স্তব্ধ করে দিয়েছিল? কই এমন খবর তো কোথাও প্রচারিত হয় নি? কোথায় ঋণের দায়ে সপরিবারে শিল্পপতিরা আত্মহত্যা করেছে। এ কথা তো শোনা যায় নি? পক্ষান্তরে প্রতি নিয়তই ঋণের দায়ে ভারতের কৃষকরা আত্মহত্যা করছে। খরা, বন্যা, পোকার উপদ্রবে ফসলের ক্ষতি হয় তখন আত্মহত্যা করা ছাড়া পথ থারকে না তাদের?

সেই কৃষকদের ঋণ মুকুবের জন্য কত মিছিল, মিটিং অবরোধ করতে হয়। তারপর ঋণ মুকুবের নামে তাদের সঙ্গে চলে প্রহসন। খবরে প্রকাশ যে উত্তরপ্রদেশে ৫-১০ টাকা ঋণ মুকুব হয়েছে। তারমধ্যে একজনের ১ পয়সাও আছে হিসাবে। কৃষকদের সঙ্গে তামাশার কোনও প্রয়োজন আছে কি? রসিদে দেখা যাচ্ছে কৃষকের ঋণের জন্য যে সুদ হয়েছিল সেই সুদ থেকে ১ টাকা বাদ যাচ্ছে। এর নাম ঋণ মুকু। অমিতজির ভাগ্য ভাল যে বিজেপি কর্মীরা এই প্রশ্ন সেদিন করেনি। জানি করলেও উত্তর আপনার জানা ছিল না। যে সত্যটা জানেন তার কর্মী বা জনগণের কাছে প্রকাশ করার সাহস নেই। তাহলে রাজ্য পাট ভেঙে পড়বে।

তেলকে কেন জিএসটি-র আওতায় আনা হল না? এ অস্বস্তিকর প্রশ্ন কিন্তু করে নি কর্মীরা। ব্যাঙ্কের সুদ কমানো জিএসটি বা নোটবন্দির ফলে সরকারের কোষাগারে হয়তো অনেক কর আসবে কিন্তু সেই করের টাকায় কার উপকার হবে— শিল্পপতিদের কর মুকুব হবে, ৯০০০ কোটি টাকা লোন না সুদে বিদেশে পালিয়ে যাবে আর অমিতজির দল শুধু মন কি বাত শুনে শুনে মোহিত হবে। এই যদি ভেবে থাকেন তাহলে ভুল ভেবেছেন। জনগণ আপনার দলের কর্মী নয়। কর্মীদের প্রশ্নের উত্তর না দিলেও জনগণের প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাওয়ার পথ নেই। কারণ ভোটের বোতাম তাদেরই আঙুলের ছোঁয়ায় কাজ করে। অতএব সাবধান।

অধরাই থেকে গেল বাংলার লক্ষ্মীলাভ

বেশ ধূমধামের সঙ্গেই কলকাতা তথা রাজ্য জুড়ে পালিত হল ধনসম্পদ তথা অর্থের দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা। সুন্দর প্রতিমার সঙ্গে থিমের বাহুল্য কিছু বারোয়ারি পুজোর সঙ্গে ঘরের লক্ষ্মী পুজোকেও আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছে এবার। তার সঙ্গে যথারীতি খিচুরি-লাবড়া ও লুচি-ছোলার ডাল-মোহন ভোগের উপস্থিতি বরাবরের মতো এবারেও লক্ষ্মী পুজোয় আলাদা আমেজ বহন করেছে। কিন্তু প্রশ্নটা হল এত সমাদরে লক্ষ্মীদেবীর উপাসনা করা সত্ত্বেও সত্যিকারের লক্ষ্মীলাভ কী আদৌ সহজলভ্য হয়ে উঠছে এই রাজ্যে? উত্তরে সেই চিরাচরিত ক্লেশের সঙ্গে বলতে হচ্ছে না। রাজ্যের ভাঁড়ার গত কয়েকবছরের ট্র্যাডিশন বজায় রেখে সেই অলক্ষ্মীপনাতেই সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছে। জোটেনি কোনও নতুন শিল্প-বাণিজ্য। ন্যূনতম আশ্বাসটুকু পর্যন্ত মেলে নি। একমাত্র উন্নতি বলতে ইনফোসিসের ক্ষেত্রে আগের গোঁ ছেড়ে সেজ (স্পেশ্যাল ইকনমিক জোন)-এর ক্ষেত্রে অনেকটাই নমনীয়তা দেখিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তাও এতদিন পর এই বোধোদয় নিশ্চিতভাবে রাজ্যের পক্ষে মন্দের ভালো। কিন্তু এতে রাজ্যের বাণিজ্যিক উন্নয়নের গ্রাফ যে চড়চড় করে ওপরের দিকে উঠবে তার জো নেই মোটেই। কারণ নতুন করে কোনও কলকারখানা যেমন গড়ে ওঠেনি এই শিল্প বন্ধ্যা বাংলায় তেমনই চালু শিল্পগুলিও ওষ্ঠাগত শাসকদলের দাদা তথা সিন্ডিকেটের তাণ্ডবে। তাঁদের মধ্যে অনেকে নাকি এই রাজ্য থেকে পাততাড়ি গুটানোর কথা পর্যন্ত ভেবে বসে আছে।

এরকম প্রতিকূল পিচে এবার খেলতে হল দেবী রমাকে। বলাবাহুল্য, এই এবড়োখেবড়ো উইকেটে নতুন করে কোনও আশ্বাসও দিতে পারলেন না ধনদা দেবী। বলা চলে প্রথা মেনে ভুরিভোজ ও বিজয়ার এক্সটেনশন হল বটে, কিন্তু লাভের জায়গায় মিলল লবডঙ্কা। এরমধ্যে যে পর্যটন শিল্পের ওপর অনেক ভরসা ছিল পালাবদলের সরকারের সেই জায়গাতেও কার্যত কালিদাস হয়ে বসে পশ্চিমবঙ্গ। অথচ প্রথম থেকেই এই সরকারের জনপ্রিয় বাণী হল জঙ্গলমহল আর পাহাড় হাসছে। সেই সাধের জঙ্গলমহল নেহাত সামরিক বাহিনীর ঘেরাটোপে থেকে শান্ত। তবে পাহাড় যে মোটেই হাসছে না তা বিগত মাস দুয়েক হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন রাজ্যবাসী। পাহাড়ের শান্তি যদি সত্যিকারের লক্ষ্য হত রাজ্যের তাহলে হঠাৎ করে সেখানে ক্যাবিনেট মিটিং ডাকার হারাকিরি নিশ্চিতভাবে করা হত না। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো যেভাবে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ, সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার ও অন্য গেরুয়া কর্মীদের হেনস্থা করা হল ও তাতে যেভাবে রাজ্যের শাসকদলের ইন্ধন পাওয়া গেল তা আরও পিছিয়ে দিল পর্যটন পরিক্রমাকে। এতদিন দার্জিলিঙ তাও রাজ্যের র‍্যাডারে ছিল , এখন গোটা দেশের ফোকাসে চলে এল এখানকার অশান্ত বাতাবরণ। ফলে আরও ধাক্কা খেল রাজ্যের শিল্প-সমৃদ্ধি।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

ছোট পাখিটি নিচের দিকে চাহিয়া গাছের তলায় তিনজন লোককে দেখিল এবং পক্ষিণীকে বলিল, 'দেখ, কি করা যায়? আমাদের ঘরে কয়েকজন অতিথি আসিয়াছে- শীতকাল, আর আমাদের নিকট আগুনও নাই।' এই বলিয়া সে উড়িয়া গেল, ঠোঁটে করিয়া একখণ্ড জ্বলন্ত কাঠ লইয়া আসিল এবং উহা তাহার অতিথিগণের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। তাঁহারা সেই অগ্নিখণ্ডে কাঠকুটা দিয়া বেশ আগুন প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু পাখিটির তাহাতেও তৃপ্তি হইল না। সে তাহার পত্নীকে বলিল, 'প্রিয়ে, আমরা কি করি?' ইঁহাদিগকে খাইতে দিবার মতো কিছুই তো আমাদের ঘরে নাই, কিন্তু ইঁহারা ক্ষুধার্ত, আর আমরা গৃহস্থ, ঘরে যে কেহ আসিবে, তাহাকেই খাইতে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। আমি নিজে

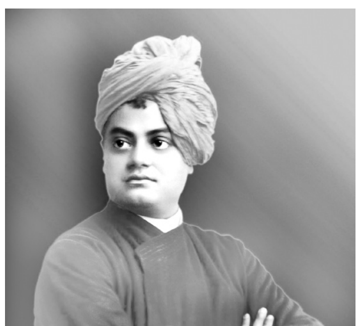

যতদূর পারি করিব। ইঁহাদিগকে আমি আমার শরীরটাই দিব।' এই বলিয়া সে উড়িয়া গিয়া বেগে সেই অগ্নির মধ্যে পড়িল ও মরিয়া গেল। অতিথিরা তাহাকে পড়িতে দেখিলেন, এবং তাহাকে বাঁচাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে এত দ্রুত আসিয়া আগুনে পড়িল যে, তাঁহারা বাঁচাইতে পারিলেন না।

পক্ষিণী তাহার স্বামীর কার্য দেখিয়া মনে মনে বলিল, 'এঁরা তিনজন রহিয়াছেন, তাঁহাদের খাইবার জন্য মাত্র একটি ছোট পাখি। ইহা যথেষ্ট নয়। স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর কোন উদ্যম বিফল হইতে না দেওয়া। অতএব আমার শরীরও ইঁহাদের জন্য উৎসর্গ করি।' এই বলিয়া সেও আগুনে ঝাঁপ দিল এবং পুড়িয়া মরিয়া গেল।

শাবক তিনটি সবই দেখিল, কিন্তু ইহাতেও তিনজনের পর্যাপ্ত খাদ্য হয় নাই দেখিয়া বলিল, আমাদের পিতামাতা যতদূর সাধ্য করিলেন, কিন্তু তাহাও তো যথেষ্ট হইল না। পিতামাতার কাযও সম্পূর্ণ করিতে চেষ্টা করা সন্তানের কর্তব্য।

ফেসবুক বার্তা

বীরভূমের কঙ্কালীতলায় ৫১ পীঠকে মাথায় রেখে ৫১ জন কুমারীর পুজো করা হয়। তারই এক ফেসবুক চিত্র।

ঠিক কতটা সার্বজনীন কলকাতার দুর্গোৎসব

বিশেষ প্রতিনিধিঃ কলকাতার দুর্গোৎসব ভারতের একটি অন্যতম উৎসব যেখানে বিভিন্ন রাজ্য থেকে মানুষ এই প্রতিমা শিল্প ও প্যান্ডেল সজ্জা উপভোগ করতে আসে। প্যারালিম্পিক পূজা পরিক্রমা ঠিক এমনি একটা অনন্য উদ্যোগ যার মাধ্যমে সিভিলিয়ান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন গত ৫ বছর ধরে কলকাতার দুর্গোৎসব কতোটা প্রতিবন্ধীমানুষদের প্রতি সহযোগী তার নিরীক্ষণ করে চলেছে। এই উদ্যোগে বিশিষ্ট প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়রা সেইসব বড়োদুর্গা পূজা পরিদর্শন করে যেখানে অন্তত দিনে ৪ লক্ষ মানুষের ভিড় হয় এবং সেই সঙ্গে প্যান্ডেলগুলো কতোটা বাধাহীন পরিকাঠামো তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে তা যাচাই করে নেওয়া হয় । ২০১৬ প্রতিবন্ধী আইন অনুযায়ী প্রতিবন্ধকতা যুক্ত মানুষদের বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে সমান ভাবে শামিল হওয়ার অধিকার আছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কে সেই অধিকার কে সুনিশ্চিত করতে হবে। এই বছর প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়দের পূজা পরিক্রমার অভিজ্ঞতা কিছুটা হলেও আলাদা। দমদম পার্ক ভারত চক্রে গিয়ে পূজা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়রা একটা সংবেদনশীল এবং সচেতন অভ্যর্থনা পায়। কর্তৃপক্ষ থেকে মাইকে জনসাধারণের কাছে প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়দের উপস্থিতি ঘোষণা করা হয় এবং তাদের কৃতিত্ব কে সংবর্ধনা জানান হয়। দৃষ্টিহীন খেলোয়াড়দের পূজা কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিমা শিল্প এবং প্যান্ডেল সজ্জার মূল ভাবনা ব্যাখ্যা করেন । দৃষ্টিহীন মানুষদের কাছে পূজা প্যান্ডেলের মূল বিষয় বস্তুর লিখিত অর্থা ব্রেইলে বা মৌখিক বর্ণনা না দিলে তাদের পূজা পরিক্রমার আনন্দ অসম্পূর্ণ

থেকে যায়। এই ক্ষেত্রে প্রথম বার দৃষ্টিহীন খেলোয়াড়রা সম্পূর্ণ ভাবে পূজার আনন্দ উপভোগ করতে পারে। আমরা এই বছর মোট ৩টি পূজা কর্তৃপক্ষর কাছে সংবেনশীল অভ্যর্থনা পাই – দমদম পার্ক ভারত চক্র, দমদম পার্ক তরুণ সঙ্ঘ ও লেক রোড সমাজসেবী।

গত ৪ বছরে এই ধরণের প্যারালিম্পিক স্পোর্টস সম্বন্ধে সচেতনতা ও প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়দের দক্ষতাকে সমান ভাবে কৃতিত্ব দেওয়া কখনো হয়নি। যদিও এখনো একটা বড়ো সংখ্যক প্রতিবন্ধকতা কে পূজা কর্তৃপক্ষ উপেক্ষা করে চলেছে যেখানে এখনো শ্রবণ প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য নেই কোনো সঠিক সঙ্কেত ব্যবস্থা বা মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ সহায়তা। রাজ্য সরকার গত কয়েক বছর ধরে ব্রেইল মাধ্যমে পূজা গাইডবুক চালু করা সত্ত্বেও তা সাধারণ দৃষ্টিহীন মানুষদের কাছে দুষ্প্রাপ্য। নথিভুক্ত প্যান্ডেল গুলোতেও এই ব্রেইল ম্যাপ পাওয়া যায়না। এই বছরের নিরীক্ষণে মোট ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ করা হয়। সঠিক হুইলচেয়ার ব্যবস্থা , বাধাহীন পরিকাঠামো , সঠিক সঙ্কেত ব্যবস্থা , ব্রেইল ব্যবস্থা , হুইলচেয়ারের জন্য রাম্পের ব্যবস্থা , জরুরি চিকিৎসা ব্যবস্থা, টয়লেট ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত পরিমাণে সহায়ক ইত্যাদি বিষয়গুলো দেখা হয়। যদিও কিছু বড় পূজা কর্তৃপক্ষ এখনো অব্দি হুইলচেয়ার ব্যবস্থা বা বাধাহীন পরিকাঠামোর সম্বন্ধে সচেতন নয়। যেমন সল্টলেকের FD ব্লকের পুজো কমিটি কোনো হুইলচেয়ার বা বিশেষ সহায়ক এর ব্যবস্থা রাখেনি। এবং পরিক্রমার পথ ছিল পাথুরে উঁচুনিচু যেখানে হুইলচেয়ার ব্যবহার করা সম্ভব নয়। একজন হুইলচেয়ার ব্যবহারকারী খেলোয়াড়কে রীতিমতো হামাগুড়ি দিয়ে ওই রাস্তায় প্রতিমা দর্শন করতে হয়। যেখানে ২০১৬র প্রতিবন্ধী আইন নিশ্চিত করে বাধাহীন সাধারণ বিনোদন ক্ষেত্র সেখানে এই ধরণের নিরাশাজনক ব্যবস্থাপনা দুগোর্ৎসবের সার্বজনীন চরিত্রকে নষ্ট করে। কিন্তু আমরা এখনো আশাবাদী এই উদ্যোগ ও গণমাধ্যমে সঠিক তথ্য সম্প্রসারণের দ্বারা আগামী দিনে আরও অনেক বেশি মানুষকে এই মৌলিক বিষয়ে সচেতন করে তুলতে পারব এবং সকল প্রতিবন্ধী মানুষেরা এই আনন্দোৎসবে সমান ভাবে যোগদান দিতে পারবে।

অভিরূপা কর
সম্পাদক, সিভিলিয়ান ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন

গঙ্গা নদীতে জলের সমস্যা

''নদী তুমি কোথায় যাইতেছ— আমি যথা হইতে আসিয়াছে তথায় ফিরিয়া যাইতেছি।'' জগদীশচন্দ্র বসু নদীতে এখন আর জোয়ার ভাঁটা নেই। ৭০ বৎসর পূর্বে জোয়ার ভাঁটা ছিল।

'জল ধর জল ভর।' পরিকল্পনা আছে ঠিকই। কিন্তু বৃষ্টি নেই। মাটির নীচে জলের স্তর নীচে নেমে গিয়েছে। আকাশের নীল পর্দা শত ছিদ্র হয়ে গিয়েছে। পৃথিবী উত্তপ্ত।

সংশ্লিষ্ট সকলকে এখনই বসা দরকার। সমুদ্র দিন দিন পিছনে সরে যাচ্ছে। সমুদ্রেও প্রয়োজনীয় শ্যাওলা ক্রমাগত কমে চলেছে। পৃথিবীর উপরের বন উপবন আজ আর ভরাট না করলে চলে না। শাল, সেগুন, গরান এবং সুন্দরী ইত্যাদি গাছে ভরাট না করলে চলে না। শিশুও লাগান দরকার। তা হলেই কিন্তু জলের সমস্যা সমাধান হয় না। পৃথিবীর উপর থেকে জলের চাপ নীচে নেমে আসতে হবে।

গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী মুখে ও চারদিকে দীর্ঘ স্থায়ী পরিকল্পনা করা কিনা ভাবা দরকার এবং নীচের দিকে গঙ্গা ও যমুনা নদীকে কেটে স্তর সমুদ্রের। বালির স্রোত উত্তর দক্ষিণে বহাতে হবে। (এ বিষয়ে ভারত ও বাংলা দেশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি)

ড. বিষ্ণুপদ বসু

বারাকপুরে গান্ধিজির স্মৃতিচিহ্ন সংগ্রহালয়

মলয় সুর : বারাকপুর গঙ্গারধারে শান্ত মনোরম পরিবেশে জাতির জনকের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন এই গান্ধিস্মারক সংগ্রহালয়। ১৯৬১ সালে বিশাল এলাকার উপর ভবনটি রয়েছে। একসময় এই বাড়িটি গুদাম ঘর হিসাবে ছিল। ঐতিহাসিক বিচারে ভবনটি দিল্লির মিনিস্টার অফ কালচারাল-এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। একমাত্র সেখান থেকেই আর্থিক সাহায্যের সুযোগ ঘটে। উত্তর ২৪ পরগনার প্রথম সিপাহী বিদ্রোহীর স্থান এই বারাকপুরে তারই ১৪ নম্বর রিভার সাইড পড়ে এই পেল্লায় বাড়ির মাহাত্ম্য অবশ্য এলাকার স্থানীয় লোকেরা অবশ্য খুব কমই জানেন। মাহাত্ম্যই বটে। এই ভবন কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ না করলেও এই বারাকপুর গান্ধি স্মারক সংগ্রহালয় ট্রাস্টি বোর্ডের আওতায় রয়েছে। পুরসভার খাতাতেও হেরিটেজ নাম রয়েছে এ বাড়ির। সারা ভারতবর্ষে গান্ধি মিউজিয়াম আছে মোট ৭টি। এরমধ্যে দিল্লিতে, গুজরাটের সবরমতী, মুম্বই, তামিলনাড়ুর মাদুরাই, বিহারের পাটনা, মহারাষ্ট্রে এবং পশ্চিমবাংলার বারাকপুরে।

এমন ঐতিহ্যশালী গান্ধি ভবনটির বেশ কিছু জায়গা জরাজীর্ণ ভাব রয়েছে। চলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃত গান্ধি সংগ্রহালয়। এখানে সিসিটিভি নেই, এখানকার পরিচালন কমিটির ডিরেক্টর ও সেক্রেটারি প্রতীক ঘোষ এপ্রসঙ্গে তিনি জানান, বিভিন্ন স্কুলের ও কলেজের ছাত্রছাত্রী, ইতিহাসের গবেষক, সংবাদ মাধ্যম আর সরকারি দফতরের আধিকারিক ছাড়া গাড়িতে ঘুরতে আসেন না প্রায় কেউই। তবে আগের তুলনায় এখন দর্শনার্থীর সংখ্যা অনেকগুণ বেড়েছে। প্রতীকবাবু আরও বলেন, বারাকপুরে জাতির জনকবাপু ৫ বার আসেন। একবার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে। ১৯৩৭ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কথায় গভর্নর হাউসে ওঠেন। এরপর ১৯৪৭ সালে নোয়াখালিতে যাওয়ার সময় বারাকপুরে দেবীপ্রসাদ হাইস্কুলে আসেন। কিন্তু এই গান্ধি মিউজিয়ামে একবারও পা রাখেননি। তবে মহাত্মা গান্ধির পৌত্র এবং প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধি ২০০৫ ও ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে দুবার এই গান্ধিস্মারক ভবনে আসেন।

একবার সস্ত্রীক তাঁরা গান্ধিকে সাথে অনেন। এখানকার গান্ধি স্মারক সংগ্রহালয় দেখে তিনি অভিভূত হয়ে যান। বর্তমানে এখানে ১৩ জন কর্মরত রয়েছেন। বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্য একজন গার্ড রয়েছেন। পরিচালন কমিটির ইন্দ্রদীপ ব্যানার্জী বলেন, এখানে রাখা গান্ধিজির ব্যবহৃত ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের বাড়িতে থাকাকালীন বিছানার চাদর, লণ্ঠন, ১৩টি পুরনো চিঠি, বাংলাদেশের নোয়াখালিতে পরিভ্রমণের সময় চামচ, রৌদ্র নিবারণের জন্য তালপাতার তৈরি বোলপুর টুপি, কাঠের খড়ম প্রভৃতি। এছাড়া দুষ্পাপ্য ফটো কাচের ভিতর রাখা আছে।

১৪৮ তম মহাত্মা গান্ধিজির জন্মদিবস উপলক্ষে ভবনের অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ছিলেন পরিচালন কমিটির নবীন সদস্য চেয়ারম্যান নারায়ণ বসু। এদিন বাংলাদেশের ঢাকা শহরের সৈয়দ জনাব আবুল মুকশুদ ও গান্ধিজি সম্পর্কিত বক্তৃতার সময় বাগচিকে উত্তরীয় স্মারক দিয়ে সংগঠনের তরফে সংবর্ধিত করা হয়। গান্ধি নিউজ একটি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়।

এদিকে এদিন বারাকপুর গান্ধিঘাটে রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠি চরকা কাটেন। সাথে ছিলেন মুখ্যসচিব মলয় দে, মন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

বীরভূম

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৫

অভীক মিত্র : দুর্গাপুজোর সময় বীরভূম জেলায় পথ দুর্ঘটনায় মারা গেলো পাচঁ যুবক। নেমে এসেছে শোকের ছায়া। ২৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবার সিউড়ি – দুমকা রাস্তার রানীশ্বরের কাছে আকিপুরে ঠাকুর দেখে ফেরার সময় একটি মোটরবাইক পিছন থেকে দশ চাকার লরিতে গিয়ে মারে। ঘটনাস্থলে মারা যায় তিন আরোহী। মৃতদের নাম বান্টি সিং (১৮), ভানু সিং (১৮), ভোলা সিং (১৮)। বাড়ি মহম্মদবাজার থানার বৈদ্যনাথপুর গ্রামে। প্রত্যেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছিলো। সিউড়ি সদর হাসপাতালে ময়নাতদন্ত হয়। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। অন্যদিকে, মোটরসাইকেলে করে প্রতি বছরের মতো এই বছরও বহরমপুরে ঠাকুর দেখতে যাওয়ার সময় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় অভিষেক চ্যাটার্জি এবং বিশাল ভকত নামে দুই যুবকের। যাওয়ার আগে মোড়গ্রামের হোটেলে মদ্যপান করে অভিষেক ও বিশাল। বিশালের বাড়ি লোহাপুরে। লোহাপুরে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। বন্ধ হয়ে যায় প্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা।

মহিলার গলার নলি কেটে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিমা ভাসান দেখতে গিয়ে গলার নলি কেটে খুন হলো এক আদিবাসী মহিলা। কেটে নেওয়া হয় হাতের আঙুল। বীরভূম জেলার সলখানা গ্রামের ঘটনা। রাস্তার ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে সিউড়ি সদর হাসপাতালে গিয়ে গেলে ১লা অক্টোবর রাতে সেখানেই মারা যায়। মৃতের নাম সুমি হাসদা (৪৫)। পেশায় আদিবাসী সমাজের ঘটক ছিলো। ঘটনার তদন্ত নেমেছে সিউড়ি থানার পুলিশ। অন্যদিকে, মদ খাওয়া নিয়ে বচসার জেরে এক বন্ধুর হাতে আক্রান্ত হলো আরেক বন্ধু। নানুর থানার কুড়িয়া গ্রামের ঘটনা। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যায় আক্রান্ত বন্ধু বিপদতারণ হাজরা। পলাতক অভিযুক্ত বন্ধু প্রতীক মন্ডল।

কাকার হাতে ধর্ষিতা নাবালিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিনের পর দিন ধর্ষণ করতো পাশের প্রতিবেশী কাকা। নাবালিকাটি অন্তসত্ত্বা হয়ে পড়ায় ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। বীরভূম জেলার বোলপুরের কালীপুকুর এলাকার ঘটনা। মেয়েটির মা মারা গিয়েছে। বাবা ভ্যানরিকশা চালায়। অভিযুক্তের মায়ের কাছে রাতে থাকতো নির্যাতিতা। ২৪শে সেপ্টেম্বর বোলপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। পলাতক অভিযুক্ত বাচ্চু তুড়ি। এর আগেও এইরকম ঘটনার জন্য জেল খেটেছিলো বাচ্চু। অন্যদিকে, ২৮শে সেপ্টেম্বর বাজার করে ফেরার পথে বেনেপুকুরপাড়ে কাপড়ে মুখ গুজেঁ হাত পা বেঁধে এক বিধবা প্রৌঢ়াকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠে এক যুবকের বিরুদ্ধে। ময়ূরেশ্বর থানার বেলেড়া গ্রামের ঘটনা। গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্ত যুবক মিলন বাগ্দীকে।

ফাঁসির দাবিতে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : অবৈধ সম্পর্কে খুন আইনের ছাত্র। দোষীদের ফাঁসির দাবিতে পথ নামলো গ্রামবাসীরা। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, বীরভূম জেলার কাশিমনগর গ্রামের শেখ সেফাতুল্লা বালুরঘাট ল কলেজের ছাত্র ছিলো। ছয় মাসের আগে থেকে প্রতিবেশী মুন্নি বিবির সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে সেফাতুল্লা। গ্রামের মাতব্বররা বিষয়টি মিটিয়ে দেওয়ার পরেও মুন্নির স্বামী আশিকুল শেখরা হুমকি দিতো বলে অভিযোগ। ২৩শে সেপ্টেম্বর ছুটিতে মালদা থেকে গৌড় এক্সপ্রেস ধরে বাড়ি আসার জন্য। ট্রেনে চেপে ভাগ্নেকে ফোন করে সেফাতুল্লা। তারপর আর খোঁজ না মেলায় থানার দ্বারস্থ হলে ২৭শে সেপ্টেম্বর আশিকুল, মুন্নি, ভাই মুক্তারুল শেখ, বাবা সাজাদ শেখকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ। জেরায় খুনের কথা কবুল করে মুক্তারুল। তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ২৮শে সেপ্টেম্বর মুরারই স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের শেষে কালভার্টের নীচ থেকে উদ্ধার করা হয় শেখ সেফাতুল্লার মৃতদেহ। বালুরঘাট থেকে পিছু নিয়ে মুরারই স্টেশনে নামার পর ভাড়াটে খুনি দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করার পর কালভার্টের নীচে জলের মধ্যে দেহ ফেলে দেয় বলে স্বীকার করে মুক্তারুল। পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে রামপুরহাটের ভাড়াটে খুনিকে।

৮ রকম ডালের তাজিয়া মহরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আট রকমের ডাল দিয়ে মহরমের তাজিয়া তৈরি করে চমকে দিলো বীরভূম জেলার দুবরাজপুর থানার ইসলামপুরের তাজিয়া প্রস্তুতকারক শেখ শরিফ। ইসলামপুর এলাকা থেকে ১৭টি তাজিয়া বের হয়। এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ছিলো আট রকম ডাল দিয়ে তৈরি তাজিয়া। মুসুর, মুগ, অড়হর, বুট,রাজম, বাদাম,বিরিকলাই, মটর ডাল দিয়ে তৈরি হয় মহরমের তাজিয়া। আয়োজক ইসলামপুর ডাঙ্গালপাড়া। তাজিয়া প্রস্তুতকারক শেখ শরিফ জানান, 'গতবছর ১৮০০ দেশলাই বাক্স দিয়ে তাজিয়া বানিয়াছিলাম। এইবছর একটু চিন্তাধারা অন্যরকম।' মহরমের দিন উপস্থিত ছিলেন দুবরাজপুরের বিধায়ক, দুবরাজপুর পৌরসভার পুরপ্রধান ও উপপ্রধান সহ বিশিষ্ট ব্যাক্তিত্বরা। পূর্ব ঘোষণা মতো অস্ত্র ছাড়াই মহরম মিছিল বের হয় সদর শহর সিউড়িতে।

দক্ষতা বাড়াচ্ছে মুরারই তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরের বছর পঞ্চায়েত ভোট। আর তাকেই 'পাখির চোখ' করে ঘর গোছাতে ব্যাস্ত বীরভূম জেলার সমস্ত রাজনৈতিক দল। ব্লক সভাপতি বিনয় কুমার ঘোষের সাংগঠনিক দক্ষতায় ও বিধায়ক আব্দুর রহমানের উন্নয়নের প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের জোয়ার চলছে। ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটে মুরারই বিধানসভার জোট প্রার্থী আলি মোতুর্জা খান বীরভূম জেলার তৃণমূলের জেলা সভাপতি অনুব্রত মন্ডলের হাত ধরে গত ২রা জুলাই ঘাসফুলে যোগদান করে। বর্তমানে প্রায় বিরোধী শূন্য হয়ে পড়েছে মুরারই–১ ব্লক দাবি তৃণমূলের। মুরারই–১ ব্লক তৃণমূল যুব সভাপতি অসিত কুমার দাস ওরফে সুজয় গত ৪ বছর আগে দায়িত্ব পাওয়ার পর মুরারই–১ ব্লকের প্রতিটি বুথে বুথে গিয়ে যুব সংগঠনকে শক্তিশালী করেছে। বর্তমানে প্রতিটি বুথে যুব সংগঠনের কম করে ৫০ জনের বুথ কমিটি গঠন করেছে। মিশুকে স্বভাব দিয়ে মুরারই–১ ব্লকের বাসিন্দাদের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন মুরারই–১ ব্লক তৃণমূল যুব সভাপতি অসিত কুমার দাস ওরফে সুজয়।

বহির্ভূত সম্পর্কে মহিলার মাথা ন্যাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: লটারি বিক্রেতার সঙ্গে এক আদিবাসী মহিলা পরিচারিকার বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ সম্পর্ক ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো বোলপুরের হাটতলা এলাকায়। আদিবাসী মহিলার চুল কেটে ন্যাড়া করে দেওয়ার অভিযোগ উঠে লটারি বিক্রেতা অশোক সিংহের পরিবারের বিরুদ্ধে। আদিবাসী মহিলার ১২ বছরের ছেলে বোলপুর থানা থেকে পুলিশ নিয়ে গিয়ে মাকে উদ্ধার করে।

'ব্লু হোয়েল' সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে থাবা বসিয়েছে 'ব্লু হোয়েল' গেম। বীরভূম জেলায় আক্রান্ত হয়েও পরিবার ও সিভিক ভলান্টিয়ারের উদ্যেগে রক্ষা পায় নলহাটি ও ময়ূরেশ্বর এলাকার তিন ছাত্র। 'ব্লু হোয়েল' গেম থেকে রক্ষা করতে সচেতনতা অনুষ্ঠান হয়ে গেলো বীরভূম জেলার চিনপাই উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। পুলিশ প্রশাসনের কর্তা ব্যাক্তিত্বদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা এবং ছাত্রছাত্রীরা। প্রোজেক্টারের মাধ্যমে গোটা অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়।

বিসর্জন ও মহরমে নিশ্ছিদ্র পুলিশি ব্যবস্থা উত্তর চব্বিশ পরগনায়

কল্যাণ রায়চৌধুরী : অন্যবারের থেকে এ বছর উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় দুর্গাপুজোর সংখ্যা বেশ কিছু বেড়েছে। জেলার বিভিন্ন শহরের বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় অনেকগুলি নতুন দুর্গাপুজোর সূচনা হতে দেখা গিয়েছে বলে পুজো বিশেষজ্ঞদের অভিমত। তবে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে অবশ্য নতুনভাবে বারোয়ারি দুর্গাপুজোর সূচনার কথা অস্বীকার করা হয়।

পুলিশের বক্তব্য, পারিবারিক কোনও পুজো নতুনভাবে হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু বারোয়ারি পুজো গত বছরের অনুমোদন অনুযায়ীই হয়েছে। এদিকে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা জুড়ে প্রায় ৪ হাজারের বেশি দুর্গাপুজো সংঘটিত হলেও কোথাও কোনও উল্লেখযোগ্য বিশৃঙ্খলার খবর পাওয়া যায়নি। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন সবথেকে আকর্ষণীয় হয় টাকিতে। এপার বাংলা ও ওপার বাংলার সম্মিলিত এই বিসর্জন পর্ব এক ঐতিহ্যের বার্তা বহন করে। কিন্তু বছর পাঁচেক আগের এক সাম্প্রদায়িক অশান্তিকে কেন্দ্র করে এই সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সীমারেখা টানা হয়।

সেই নিষেধাজ্ঞা বা সীমারেখা এবারের বিসর্জনের ক্ষেত্রেও বহাল ছিল বলে পুলিশসূত্রে জানানো হয়েছে। গত শনিবার থেকেই শুরু হয় বিসর্জনপর্ব। যার পরিসমাপ্তি ঘটে মঙ্গলবার বলে জেলা পুলিশের দাবি। মোট প্রতিমার বড় অংশই শনিবার বিসর্জন হয়। রবিবার

মহরমের দিন বিসর্জনের ক্ষেত্রে আদালতের ছাড়পত্র থাকলেও বিসর্জনের বিশেষ ঘনঘটা ছিল না। সোমবার প্রায় সব প্রতিমাই বিসর্জন হয়। হাতে গোনা কিছু বাকি থাকা প্রতিমাগুলির বিসর্জন হয় মঙ্গলবার। টাকিতে এপার বাংলা–ওপার বাংলা মিলিয়ে প্রায় দু'শতাধিক প্রতিমা বিসর্জন হয়। ইছামতী নদীর মাঝখান বরাবর ছিল দুই বাংলার বিভাজিত সীমারেখা।

নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যেমন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ছিল ব্যাপক বিডিআর সহ বাংলাদেশের পুলিশ, তেমনই এপার বাংলার তরফে ছিল ব্যাপক বিএসএফ সহ উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশ। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নর্থ) অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'নিরাপত্তার ব্যাপারে যেমন প্রচুর বিএসএফ ছিল, তেমনই আইনশৃঙ্খলাকে নিরঙ্কুশ করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

এক কথায়, 'ফুল ট্রুপ'। এছাড়াও সমগ্র পুলিশ–জেলা জুড়েই ছিল প্রচুর সিসিটিভি কভারেজ, বলে উল্লেখ করেন তিনি। উচ্চর চব্বিশ পরগনা জেলার ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী প্রধান নদী হল ইছামতী। বনগাঁ ও বসিরহাটেও এই নদীতে ব্যাপক বিসর্জন হয়। বনগাঁর এসডিপিও অনিল রায় বলেন, 'বনগাঁয় শারদোৎসবের শুরু থেকে বিসর্জন পর্ব সবটাই ছিল শান্তিপূর্ণ। কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলার খবর ছিল না।' বারাকপুরে অধিকাংশ প্রতিমা বিসর্জন হয় শ্রীরামপুরের মণিরামপুর ঘাট ও বারাকপুরের এক পয়সার ঘাটে। নৌকা বন্ধ করে ভুটভুটিতে বিসর্জন হয়। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা শহর বারাসতের প্রায় সব প্রতিমাই বিসর্জন হয় বারাকপুর রোড সংলগ্ন পান্না ঝিল, পাইওনিয়ার পুকুর, নবপল্লির ষষ্ঠীপুকুর, শেঠপুকুর, মধুমুরালি, গোবরাপুকুর সহ আঞ্চলিক কয়েকটি পুকুরে।

এবারে জল দূষণ রোধে গঙ্গা, ইছামতী সহ সবকটি জলাশয় দূষণ মুক্ত রাখার ক্ষেত্রে সবকটি পুরসভা থেকে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়। সাতপাক ঘুরিয়ে প্রতিমা পাড়ে রাখার পর, জেসিবি–র মাধ্যমে বিসর্জন করে তাকে আবার পাড়ে তুলে আনা হয়।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নর্থ) অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এবারে বিসর্জন ও মহরম একযোগে থাকায় সাম্প্রদায়িক সংঘাত যাতে না হয়, একারণে রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রচুর পুলিশি ব্যবস্থা ছিল।

পুলিশের সব ছুটি এসময় বাতিল করা হয়েছিল। একই সঙ্গে সহযোগিতায় ছিল কয়েক হাজার সিভিক ভলান্টিয়ার।' পাশাপাশি রেল পুলিশের পক্ষ থেকেও একই রকম তৎপরতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

'স্বচ্ছ হি সেবা'কে মাথায় রেখে ২ অক্টোবর স্বচ্ছ ভারত দিবসের দিন এক স্বচ্ছতা অভিযানের আয়োজন করা হয়েছিল সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের গার্ডেনরিচের প্রধান কার্যালয়ে। সেই উপলক্ষ্যে ওয়াক ইন থন –এ পা মিলিয়েছিলেন সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার এস এন আগারওয়াল সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

জাতীয় মহাসড়ক বরাবর বৃক্ষরোপণ অভিযান

বিশেষ সংবাদদাতা : স্বচ্ছ ভারত মিশন'– এর উদ্দেশ্যগুলিকে সার্থক করে তুলতে এবং জাতীয় মহাসড়কগুলি পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও দূষণমুক্ত রাখতে ভারতের জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ (এনএইচএআই) চলতি বর্ষার মরশুমে মহাসড়ক বরাবর প্রায় ১০ লক্ষ বৃক্ষরোপণ করেছে। এর মধ্যে ৪ লক্ষ গাছ লাগানো হয়েছে মহাসড়ক সংলগ্ন এলাকায় এবং বাকি ৬ লক্ষ লাগানো হয়েছে মহাসড়কের দু'পাশে। বর্ষার মরশুমে নিয়মিত কর্মযজ্ঞ হিসেবে এই বৃক্ষরোপণ অভিযান গ্রহণ করা হয়। গাছ লাগানোর পর সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যাও করা হয়। জাতীয় মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বৃক্ষরোপণ অভিযানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই অভিযান জাতীয় মহাসড়কগুলিকে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন, সবুজ ও দূষণমুক্ত রাখতে সাহায্য করছে।

রাজনগরে রাঢ় উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার প্রান্তিক অঞ্চল রাজনগরে হয়ে গেলো ফুটবল টুর্নামেন্ট ও রাঢ় উৎসব। রাজনগর ইদগাহা মর্ডান স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে তিনদিন ধরে চলা ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত খেলা অনুষ্ঠিত হলো ইদগাহা ময়দানে। ১৬টি দল অংশগ্রহণ করেছিলো।

ফাইনালে মুখোমুখি হয় রাজনগর দামপাড়া ফুটবল দল এবং বর্ধমান সাউথ সিমলা কোলিয়ারি দল। ট্রাইব্রেকারে জয়ী হয় রাজনগর দামপাড়া ফুটবল দল। চ্যাম্পিয়ান দল পুরস্কার হিসাবে পায় ৮ হাজার

টাকা এবং ট্রফি। রানার্স দল পায় ৫ হাজার টাকা এবং ট্রফি। সেরা খেলোয়াড়দের পুরস্কৃত করা হয়। রাজনগর উচ্চবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো 'রাঢ় কথা' পত্রিকার উদ্যোগে 'রাঢ় উৎসব'।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 'রাজা সাহেব' মহম্মদ রফিকুল আলম খান। বীরভূম জেলায় রবিবার থেকে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। আর তাতেই জমে উঠেছে ফুটবল টুর্নামেন্ট জেলাজুড়ে।

সাঁইথিয়া গণধর্ষণে গ্রেপ্তার ৩ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাঁইথিয়া গণধর্ষণকান্ড পুলিশ মূল অভিযুক্ত সহ ৩ যুবককে গ্রেপ্তার করলো। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, ছেলে মেয়ে বড়ো হচ্ছে তাই অবৈধ সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছিলো বছর তিরিশের এক গৃহবধূ। যার নির্মম পরিনতি গণধর্ষণ। গৃহবধূকে গণধর্ষণের পর যৌনাঙ্গে মদের কাচেঁর বোতল ঢুকিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তিন দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। বীরভূম জেলার সাঁইথিয়া পুরসভার ৩ নং ওয়ার্ডের বাবাজিপাড়ার ১০ই সেপ্টেম্বর মাঝরাতের ঘটনা।

নির্যাতিতা আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বর্বরোচিত ঘটনায় স্তম্ভিত গোটা জেলা। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, স্বামী কাশ্মীরে কাজ করার জন্য বছর চারেকের বেশি সময় ধরে পাড়ার বাসিন্দা তারক ভাস্করের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠে ওই গৃহবধূর। সব ঠিকঠাক চলছিলো। কিন্তু ছেলে মেয়ে বড়ো হচ্ছে তাই এই অবৈধ সম্পর্ক ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিলো গৃহবধূটি।

কয়েকদিন আগে সাঁইথিয়া বাসস্ট্যান্ডের শিবমন্দিরের কাছে গৃহবধূকে তুলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচারের অভিযোগ উঠেছিলো তারকের বিরুদ্ধে। তখন স্থানীয়রা তারককে অল্প মারধর করেছিলো। তারক ওই গৃহবধূকে 'দেখে নেওয়ার' হুমকি দিয়েছিলো বলে অভিযোগ নির্যাতিতার। তখন পুলিশকে জানালেও পুলিশ কিছু ব্যাবস্থা নেয় নি বলে অভিযোগ এলাকার বাসিন্দাদের। যার নির্মম পরিনতি ওই গৃহবধূর গণধর্ষণ। গত ১০ই সেপ্টেম্বর মাঝরাতে বাড়ির দরজা ভেঙ্গে তারক ভাস্কর দুই সঙ্গীকে নিয়ে গৃহবধূর ঘরে ঢোকে। পাশের ঘরে গৃহবধূকে তুলে নিয়ে গিয়ে মুখে কাপড় গোজেঁ তিন দুষ্কৃতী গণধর্ষণ করে বলে অভিযোগ।

তারপর নির্যাতিতার যৌনাঙ্গে মদের কাঁচের বোতল ঢুকিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ১৪ বছরের মেয়ে, ৯ বছরের ছেলের চিৎকারে ছুটে আসে এলাকার বাসিন্দারা। খবর পেয়ে আসেন স্থানীয় কাউন্সিলর। নির্যাতিতা গৃহবধূ আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে মূল অভিযুক্ত তারক ভাস্করকে। তারকের দুই সঙ্গী পলাতক। ১২ই সেপ্টেম্বর সিউড়ি আদালতে তোলা হলে মূল অভিযুক্ত তারক ভাস্করকে ছয় দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। পরে পুলিশ প্রদীপ দাস এবং সুজিত বাগ্দী নামে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরেছে সাঁইথিয়ার নির্যাতিতা। ২০১২ সালের দিল্লি নির্ভয়াকান্ডের স্মৃতি ফের উসকে দিলো সাঁইথিয়ার গৃহবধূ গণধর্ষণের পর অত্যাচারের ঘটনা।

হকার্স ইউনিয়নের রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শেওড়াফুলি : জাতীয়তাবাদী রেলওয়ে হকার্স ইউনিয়নের উদ্যোগে ৪র্থ বর্ষ এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি শেওড়াফুলি স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের পাশেই এই রক্তদান শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়। হাওড়া, ব্যাণ্ডেল মেল লাইনের তৃণমূল কংগ্রেসের হকার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শেখ ফেলু বলেন,রক্তদান জীবনদান, এই গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে মুমূর্ষু রোগীকে রক্তদান করে নিজেকে বিশেষভাবে গর্বিত মনে করি। এদিন আরামবাগ সাব–ডিভিশন হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে রক্ত সংগ্রহ করতে আসেন। এতে ৬ জন মহিলাসহ ৭ জন রক্তদান করেন। এই শিবিরে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে উপঢৌকনের ব্যবস্থা ছিল। এই মহৎ রক্তদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি পিন্টু মাহাতো, বৈদ্যবাটী পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান অজয়প্রতাপ সিং। চণ্ডীতলা বিধায়ক স্বাতী খন্দকার, বিধায়ক মানস মজুমদার, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের অরিন্দম গোস্বামী।

গদিবাগুর বিদ্যালয়ে রক্তদান শিবির

মধুসূদন বাগ : সম্প্রতি ১৫ সেপ্টেম্বর বাগনান থানার বাগনান উত্তর চক্রের তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে গদিবাগুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠান। এই শিবিরে রক্তদান করেন বাকসী, কল্যাণপুর, সাবসীট ও বাইনান মোট ৪টি জিপির শিক্ষক শিক্ষিকাগণ। শিবিরের শুভ সূচনা করেন হাওড়া জেলা গ্রামীণ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শ্রীকান্ত সেন। তিনি বলেন শুধুমাত্র পেশাগত দাবি–দাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বন্যাকবলিত মানুষের জন্য ত্রাণশিবির, মুমূর্ষু রোগীর জন্য রক্তদান শিবির ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও পালনের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি তার মহান ঐতিহ্য পালন করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাই। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আমতা কেন্দ্র তৃণমূল ও কংগ্রেসের সভাপতি ও বিশিষ্ট সমাজসেবী সেলিমুল আলম, তিনি বলেন, রক্তদান হল জীবনদান, তাই এই মহৎ কর্মসূচি গ্রহণে ও পালনে সফল হতে রক্তদান শিবিরের সাফল্য কামনা করি ও ধন্যবাদ জানাই। সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন–অমিতাভ মান্না, সুজিত ফাদিকার, সৌমেনসাঁতরা, পীযুষ ঘোষাল, সুমন মুখার্জী, প্রদ্যুৎ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণপদ পাঁজা,অজিত পাত্র, গঙ্গা দে, দেবাশিস চক্রবর্তী, আনসার আলি, মধুসূদন বাগ, পল্লব ঘোষ প্রমুখ, গদিবাগুর বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও বিশিষ্ট সমাজসেবী লক্ষ্মীকান্ত দাস ও সহশিক্ষক সঞ্জয় প্রামাণিকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও সহযোগিতায় অনুষ্ঠান সুন্দর ও সার্থক হয়ে ওঠে। রক্তদান শিবির পরিচালনা করেন উলুবেড়িয়ামহকুমা ব্লাড ব্যাঙ্ক।

সুন্দরবনের আপনজন কবি ও সমাজসেবী ফারুক আহমেদ

সুভাষ দাশ : সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের ভরতগড় গ্রামপঞ্চায়েত এলাকার উত্তর গোরানবোস গ্রামের অতি সাধারণ ঘরের ছেলে ফারুক আহমেদ সরদার হলেন একজন লেখক ও সমাজসেবী। তিনি অবহেলিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের জীবন যন্ত্রণার কথার সুন্দরবন তথা বাসন্তী ব্লকের মানুষের নানান সমস্যা ও সমাধানের চিত্র তুলে ধরার লেখক। বাসন্তী ব্লকের মানুষের আপনজনদের মতো তাদের নানা সমস্যা ও দুঃখ যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেন। সুন্দরবন অঞ্চলের প্রকৃতি উজাড় করে রূপ ঢেলে দিলে ও লক্ষ্মীর ভাঁড়ার কিন্তু আশাব্যঞ্জক নয়। রীতিমতো পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের অনেকেরই নাম এরকমই একজন সমাজসেবী কবি ফারুক আহমেদ সরদার। তিনি এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী লোকমান মোল্লা এবং পরেশরাম দাসের স্নেহধন্য হিসাবে পরিচিত। বাসন্তী ব্লকের মানুষের বিপদ আপদ ও কোনও সমস্যা হলে সে শুনলে বা তাঁকে ডাকলে তখনই বিডিও, থানা, হাসপাতাল, বিএলআরও এবং এসডিওতে যোগাযোগের মাধ্যমে তার আন্তরিক সহযোগিতা মেলে। ফারুকবাবু সারাবছর ভিন্নমুখী সেবামূলক কাজ করে থাকেন। ফারুকবাবু গত ইংরেজি ৪ জুলাই ২০১৭তে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বাসন্তী ব্লকে নানান উন্নয়নমূলক কাজকর্মের জন্য চিঠি দেন।

সেই সঙ্গে তার নিজের একটি দুকাঠা জায়গা যা বাসন্তী–কোলকাতা হাইওয়ের কাছে আছে সেটা সরকারের ''ভিন্ন মুখী প্রকল্পের সচেতনতা কেন্দ্র'' গড়ার জন্য

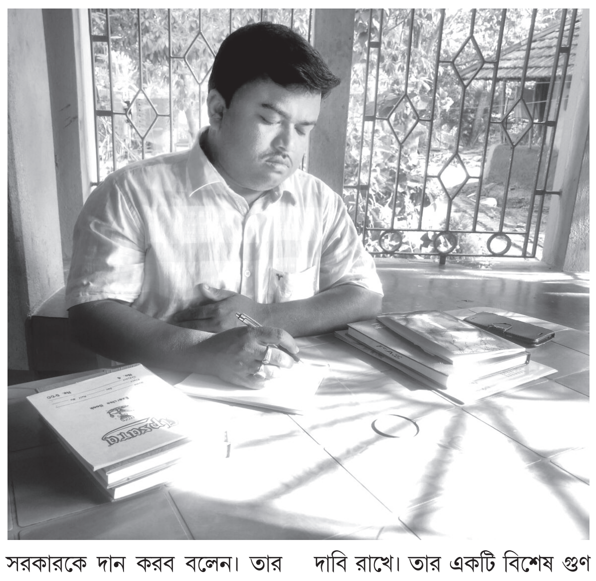

সরকারকে দান করব বলেন। তার এমন প্রচেষ্টা ও মানুষের জন্য কিছু করা এই ভাবাবেগ সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। তার একটি বিশেষ গুণ হল সদাই হাসিমুখ তিনি ও কোনও কাজে না নেই তাঁর। তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রাক্তনমন্ত্রী প্রমুখ। তারা সকলেই ফারুক আহমেদ সরদারকে পরামর্শ দেন সামাজিক কাজকর্ম সহ লেখালেখি চালিয়ে যাওয়ার জন্য। তারা সহযোগিতা ও সাহায্যের আশ্বাস দেন।

লেখক ফারুক বলেন– আমি সেই অর্থে কবি নই, আমার ইচ্ছা সুন্দরবন তথা বাসন্তী ব্লকের মানুষের জন্য কিছু করা ও লেখালেখির মাধ্যমে মানুষের জীবন যন্ত্রণা, সমস্যা ও সমাধানের কথা বলা এটাই আমার অঙ্গীকার। ফারুকের এই কাজকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অনেকেই। জেলা শাসক বলেন আমরা চাই এইভাবে সমাজ সচেতন যুবকরা এগিয়ে আসুক নানা সেবামূলক ও উন্নয়নমুখী কাজকর্মে। বিডিও কল্লোল বিশ্বাস বলেন আমি জানি কোন ছেলে মেয়ের অর্থাভাবে পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা হলে ফারুকের সহযোগিতা মেলে।

মিড–ডে মিলের চাল কোথাও খারাপ গেলে কারও ঝড়বৃষ্টিতে ঘরবাড়ি ভেঙে গেলে কারও বার্ধক্য ভাতা আটকে গেলে ফারুক ছুটে আমাদের কাছে আসে। এলাকার প্রাক্তন সেচমন্ত্রী সুভাষ নস্কর বলেন, ফারুক ছোটবেলা থেকে অন্যের দুঃখে দুঃখী। কারও সার্টিফিকেটের দরকার, কারও ইস্কুলে ভর্তি করা দরকার, কারও থানা এবং বিএলআরও তে দরকার, সাধারণ মানুষ আমাদের কাছে না এসে ফারুকের কাছে ছুটে যায়। ফারুক সেই কাজ করে দেয়। সে জন প্রতিনিধি না হয়েও যেন 'জনপ্রতিনিধি' আমি তার সার্বিক মঙ্গল কামনা করি।

আমাদের প্রতিনিধি ● ডায়মন্ডহারবার ও কাকদ্বীপ : মেহেবুব গাজী– ৭৪০৭০৩৮৮৮৩/ বারুইপুর : অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার –৯৭৪৮১২৫৭০০/ ক্যানিং : সুভাষ চন্দ্র দাশ –৮৫৩৭০৪৫২৯৫

মহানগরে

মহিলা সংঘর মাতৃ আরাধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'যে চুল বাঁধে সেও রাঁধে' প্রচলিত প্রবাদ এখন সত্যিই সত্য। চতুরদিকে যখন কন্যাসন্তান বাঁচানোর জন্য কাকুতি মিনতি সরকারের তখন সমাজের অন্যদিকে যে মাতৃরূপ শক্তিরূপের আরাধনায় শামিল তাদের দেখে কি সমাজ একটুও শিখবে না?

১৯৯৮ সাল থেকে শুরু হয়েছে পথচলা, চলতে চলতে ২০১৭। দুর্গাপুজো তো করেই তারা এছাড়াও সারা বছর ধরে চলে বিভিন্ন

সমাজসেবামূলক কাজকর্ম। যেমন–ঢাকুরিয়া ব্রিজের নিচের বা রাসবিহারির রাস্তার ধারে থাকা বাচ্চাদের জামা, জুতো, খাতা পেন্সিল দিয়ে তাদেরকে সমাজের একজন হিসেবে গড়ে তোলা। এছাড়াও মাসে ২ থেকে ৩ বার বিভিন্ন অনাথ আশ্রম বা বৃদ্ধাশ্রমে চাল, ডাল, তেল দিয়ে কিছুটা সাহায্য। কিছুটা পরিবারের সুখ তাদের দেওয়া। ২০১৬ সালে শালিমার সমাজকল্যাণ অ্যাওয়ার্ডের দশম স্থানে ছিল এই মহিলা সংঘ। পুরস্কার স্বরূপ পেয়েছিল ২৫ হাজার টাকা। যার মধ্যে ২০ হাজার টাকাই এনআরএস হাসপাতালে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য দান করে দিয়েছিল তারা। দুর্গাপুজো এলে ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায় এনাদের মধ্যে। চাঁদা তোলা থেকে ঠাকুর আনা এবং বিসর্জন পর্যন্ত সব দায়িত্বই থাকে মহিলাদের ওপর। ২০১৭ এনাদের মুখে আরও হাসি ফুটিয়েছে। কারণ শালিমার সমাজকল্যাণের তৃতীয় খেতাব এবছর তাদের মুকুটে। তারা আনন্দিত কারণ আরও বেশি সমাজের কল্যাণে দান করতে পারবেন। দুর্গাপুজোকে সত্যিই এক সামাজিক বা সমাজের জন্য দান করেছে প্রয়োসী মহিলা সমিতি।

গঙ্গায় ভাসান

বরুণ মণ্ডল : গত বছরের মতো এবারও কলকাতা মহানগরী এলাকার গঙ্গার ১৬টি ঘাটে দুর্গাপ্রতিমার নিরঞ্জন পর্ব চলে। তবে বাজেকদমতলা ঘাট (বাবুঘাট), গ্বালিয়র ঘাট ও উত্তর কলকাতার নিমতলা ঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জনের সংখ্যা ছিল অনেকটা বেশি। কলকাতা পুলিশের হেড কোয়ার্টার লালবাজার সূত্রে খবর, কলকাতা মহানগরে সর্বজনীন ও বনেদী বাড়ির দুর্গা পুজো মিলিয়ে প্রায় ৫০০০ পুজো হয়ে থাকে। দশমীর দিনে মহানগরের গঙ্গার ১৬টি ঘাট মিলিয়ে ২১২০টি প্রতিমার বিসর্জন হয়। একাদশীর দিন কলকাতার কিছু ঘাটে কয়েকটি বাড়ির প্রতিমার বিসর্জন হয়। আর দ্বাদশীর দিন সোমবার ছোটো বড়ো পুজো মিলিয়ে প্রায় ১৩০০ প্রতিমা বিসর্জন হয়। সেইমতো সারারাত ঘাটের কর্মীরা কাজ করেন। লালবাজার সূত্রে খবর, মঙ্গলবার ত্রয়োদশীর দিন অর্থাৎ দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের শেষ দিন কলকাতার সমস্ত প্রতিমার নিরঞ্জন পর্ব সমাপন ঘটে। কলকাতা পুরসংস্থার মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার জানান, প্রতি বছর বিসর্জনের সময় যে ব্যবস্থা থাকে, এবছরও তা রাখা হয়েছে। ডাক্তার,অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থাও থাকছে।

কলকাতা 'শ্রী' শারদ সম্মানে

কলকাতার ৯৯টি পুজো

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পুরসংস্থা সিইএমবি ও কেভেন্টার ফ্রোজেন ফুডসের যৌথ উদ্যোগ কলকাতা পৌরাঞ্চলের সর্বমোট ৪২৫টি (আবেদনভিত্তিক) পুজো কমিটির মধ্যে থেকে সপ্তম কলকাতা 'শ্রী' শারদ সম্মান ২০১৭ ঘোষিত হল। স্বনামধন্য বিচারকমন্ডলীদের বিচারে মহানগরের সেরা পুজোর নামের তালিকা মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় গত ২৬ অক্টোবর মহাষষ্ঠীর দুপুরে ঘোষণা করলেন, পুর মহাধ্যক্ষ জনাব খলিল আহমেদ।, পুরসচিব হরিহর প্রসাদ মণ্ডল ও মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমারকে সঙ্গে নিয়ে। পুজোর উৎকর্ষতার তুল্যমূল্য বিচারে ২০১৭–র কলকাতা 'শ্রী' শারদ সম্মান 'সেরার সেরা' পুরস্কার এবার কোনও পুজো কমিটি একক ভাবে পেলো না।

মহানগরের তিনটি পুজো কমিটি এই সম্মান পেল। সেরার সেরা তালিকায় স্থান পেয়েছে নিউ আলিপুর সুরুচি সংঘ সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, নাকতলা উদয় সংঘ সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, চেতলা অগ্রণী সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি ও বেহালা অকাল বোধন সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। কলকাতা 'শ্রী' সেরা পুজো সম্মানে সম্মানিত হয় বেহালা নূতন দল, গড়িয়াহাটের হিন্দুস্থান পার্ক সর্বজনীন ও রাজডাঙা নবউদয় সংঘ, সর্বজনীন কলকাতা শ্রী সেরা প্রতিমা সম্মানে সম্মানিত হয় টালা পার্ক প্রত্যয় সর্বজনীন, কালীঘাট মিলন সংঘ ও শিবমন্দির (লেক টেম্পল রোড)।

কলকাতা শ্রী সেরা শৈল্পিক উৎকর্ষ সম্মানে সম্মানিত হয় দক্ষিণ কলকাতার ৯৫ পল্লি সর্বজনীন, বেলেঘাটা ৩৩ পল্লি সর্বজনীন, বেহালা ক্লাব সর্বজনীন ও হরিদেবপুর ৪১ ক্লাব। কলকাতা 'শ্রী' সেরা বিষয় বা ভাবনা সম্মানে সম্মানিত হয় খিদিরপুর ২৫ পল্লি, আলিপুর সর্বজনীন, সেলিমপুর পল্লি সর্বজনীন ও চক্রবেড়িয়া সর্বজনীন।

কলকাতা শ্রী সেরা আলোকসজ্জা সম্মানে সম্মানিত হয় হিন্দুস্থান ক্লাব সর্বজনীন, মুদিয়ালি ক্লাব সর্বজনীন, বকুলবাগান সর্বজনীন ও ভবানীপুর অবসর সর্বজনীন। কলকাতা শ্রী সেরা পরিবেশ সম্মানে সম্মানিত হয় মুকুল সংঘ, নতুন সংঘ, সমাজসেবী সংঘ ও ভবানীপুর ৭৫, কলকাতা শ্রী সেরা পরিচ্ছন্ন পুজো সম্মানে সম্মানিত হয় দক্ষিণ কলকাতা যুবক সংঘ, পূর্বাচল শক্তি সংঘ, বালিগঞ্জ কালচারাল ও ৬৬ পল্লি সর্বজনীন। কলকাতা শ্রী সেরা সম্ভাবনা (সমাজ ভাবনা) সম্মানে সম্মানিত হয় শোভাবাজার সংগ্রামী, পন্ডিতিয়া বান্ধব সংঘ, হরিদেবপুর বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব, দক্ষিণ কলকাতা ৬৪ পল্লি ও কেন্দ্রীয় পুরভবন লাগোয়া স্পোর্টিং ক্লাব এবং কলকাতা শ্রী মেয়রস চয়েসে রয়েছে মহানগরের ৬৩টি সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। প্রসঙ্গত, কলকাতা শ্রী শারদ সম্মান কলকাতা মহানগরের বনেদী বাড়ি ও আবাসনের পুজো ব্যতীত পৌরসংস্থার সমগ্র এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ।

কলকাতা 'শ্রী'র ঢাকে কাঠি, পুজো এবার জমজমাটি শারদ সম্মান ঘোষণায় মহানাগরিক বলেন, আমাদের বিচারকমন্ডলী সময়ের অভাবে আবেদনভিত্তিক ৪২৫ পুজো কমিটির মধ্যে যাদের মন্ডপে পৌঁছোতে পারল না তাদের আমরা শারদ শুভেচ্ছা জানাই। সবাই না থাকলে এই পরিক্রমার বৃত্তটা সম্পূর্ণ হত না।

এবছর সর্বমোট ৯৯টি পুজো কমিটিকে কলকাতা শ্রী শারদ সম্মান দেওয়া হয়েছে। আগামী বছর মহানগরের সকল পুজোকমিটির কাছে আরও নতুন নতুন ভাবনার অপেক্ষায় রইল কলকাতা 'শ্রী'র বিচারকমন্ডলী।

জলই জীবন, মশাকে উৎসে করো বিনাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'মশারে উৎসে করো বিনাশ' এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যকর সজাগ বার্তাটি কলকাতা মহানগরীর কমবেশি ৪৫ লক্ষ নগরবাসীর কাছে আজ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছে। পূর্ণাঙ্গ মশাদের বিনাশে লাভ নেই। কলকাতা পুরসংস্থার মুখ্য কীটপতঙ্গ নিবারণ আধিকারিক ডেঙ্গু রোগ জীবাণুর বাহক এডিস ইজিপ্টাই গবেষক ড. দেবাশিস বিশ্বাসের বক্তব্য, কলকাতা মহানগর থেকে মশার দাপট যদি কমাতেই হয়, মন্ত্র তার একটাই, মশার উৎসে করো বিনাশ।

এবার আসা যাক, কী সেই উৎস? পরিষ্কার জমা জল। হাফ সেন্টিমিটার জমা জলেও মশা ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে লাভা বের হয়–লার্ভা থেকে পিউপার জন্ম হয় আর পিউপার থেকে পূর্ণাঙ্গ মশার রূপ পেতে মোট সময়কাল মাত্র সাত দিন। কাজেই পরপর এই সাতদিন চাই তীক্ষ্ণ নজরদারি। কার নজরদারি? নগরবাসীর সকলের সজাগ নজরদারি। ক্ষেত্রবিশেষে মশার বংশবৃদ্ধি রোখার কায়দার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। এবার আসা যাক মশার বংশবৃদ্ধি রুখতে নগরবাসীর কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু কর্তব্য বার্তা : ১। ডেঙ্গুর মশা জন্মানোর সর্বোতম আদর্শ জায়গা হল খোলা জায়গায় পড়ে থাকা টায়ারের ভিতরের জমা জল এবং চা খাওয়ার ভাঁড় বা প্লাস্টিকের কাপে জমা জল। বিপদ এড়াতে বর্ষাকালে এসব জিনিস প্লাস্টিকের বা ত্রিপলের শেডের নিচে রাখা। ২। মহানগরের অধিকাংশ বহুতলভবনের

সিঁড়ির নিচে জলের রিজার্ভার আছে। সেজন্যই বহুভবনের ওইসব রিজার্ভারের মুখ দিনের পর দিন খোলা পড়ে থাকে। আর এখানেই বিপদ ঘন্টি। ওই পরিষ্কার জলে সবথেকে বেশি জন্মায় ডেঙ্গুর মশা। কাজেই ওই রিজার্ভারের মুখে ঢাকনা লাগান। এতে আপনি এবং আপনার প্রতিবেশী সকলেই সুস্থ থাকবে। ৩। এবার আসি এই প্রতিবেদনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। বর্ষা এবং বর্ষা পরবর্তী সময়টা বছরের মধ্যে সবথেকে খারাপ সময়। কারণ এই সময়টা হল মশার সূতিকাগার তৈরির মুখ্য সময়। ফলস্বরূপ, মশার উপদ্রব বাড়তে থাকে। কলকাতা মহানগরে ডেঙ্গুর মশা এডিস ইজিপ্টাই সবথেকে বেশি কামড়ায় সকাল ৬টা থেকে ৮টা এবং বিকেল ৫টা থেকে ৭টা পর্যন্ত। সুতরাং অন্তত এই দুই–দুই দৈনিক মোট চার ঘন্টা মশার কামড় থেকে বেশি সজাগ থাকবেন। ৪। ম্যালেরিয়া বাহক অ্যানোফিলিস স্টিফেনসাই' মশা রাতে কামড়ায়। পুরসমীক্ষা বলছে, যে সমস্ত মহানগরবাসী রাতে মশারি না টাঙিয়ে কার্টিজ লিকুইড জ্বালিয়ে ঘুমোন, তাঁদের ৮৫ শতাংশ ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হন। আর যাঁরা মশারি টাঙিয়ে ঘুমোন, তাঁরা মশকবাহিত রোগে কম আক্রান্ত হন, মাত্র তিন থেকে সাড়ে তিন শতাংশ। কাজেই নগরবাসীরা সজাগ হোন রাতে মশারি টাঙিয়ে ঘুমোন। বর্ষাকালীন সময় কার্টিজ লিকুইডের ওপর ভরসা করে রাতে ঘুমোবেন না। অন্যদিকে আবার রাতে নয়, ডেঙ্গু রোগের বাহক এডিস ইজিপ্টাই মশা দিনের বেলা কামড়ায়। কাজেই দুপুরে খাওয়ার পরে যাঁদের ঘুমোনোর অভ্যেস আছে, ডেঙ্গুর মরশুম ভরা বর্ষাকালে ডেঙ্গু রোগের সংক্রমণ এড়াতে দিনের বেলাতেও তাঁরা অবশ্যই মশারি টাঙিয়ে শোবেন। ৫। কলকাতা মহানগরে ডেঙ্গুর মশা এডিস ইজিপ্টাই সবথেকে বেশি জন্মায় বাড়ির ভেতরের চৌবাচ্চায়। কাজেই সাতদিন পরপর চৌবাচ্চার ভেতরের চার দেওয়াল ঘসে ঘসে পরিষ্কার করতে হবে। এভাবে চৌবাচ্চা পরিষ্কার না করলে চৌবাচ্চার দেওয়ালে এডিস ইজিপ্টাইয়ের ডিম লেগে থাকবে। প্রসঙ্গত, পরবর্তী তিন বছরের মধ্যে কোনও একসময় জল পেলেই সেই ডিম ফুটে মশার লার্ভার জন্ম হবে। ৬। বাড়িতে কেউ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলে জ্বর হওয়ার পরের পাঁচদিন তাঁকে অবশ্যই মশারির ভেতরে রাখবেন। এতে ওই রোগীর দেহ থেকে অন্য একজন সুস্থ লোকের দেহে ওই এডিস মশার মাধ্যমে ডেঙ্গুর জীবাণু ছড়াবে না। ৭। পুর গবেষণায় কলকাতা মহানগরে কমবেশি ১৮ রকমের মশা আছে। তাদেরই একটি আর্মিজারিস সাবলবেটাস।এই মশা একটু বড়ো আকারের। কামড়ায় দিনের বেলায়। বেশি কামড়ায় ভোর আর সন্ধে বেলায়। শহরে এই মশাদের উপদ্রব সবথেকে যাদবপুর, সন্তোষপুর বেহালা, পর্ণশ্রী, গার্ডেনরিচ, খিদিরপুর, পাটুলী, বৈষ্ণবঘাটা, শহিদ স্মৃতি কলোনী, বাঁশদ্রোনী, মুকুন্দপুর, টালিগঞ্জ, ঢাকুরিয়া, সেলিমপুর, খানপুর, ঠাকুরপুকুর মহাত্মা গান্ধী রোড এবং ইস্ট রাজাপুর। এই সমস্ত অঞ্চলে এই মশার উপদ্রবের মূল কারণ সেপ্টিক ট্যাঙ্ক। ভেন্টপাইপের খোলা মুখ দিয়ে সেপ্টিক ট্যাঙ্কের ভেতরে ঢুকে সেখানকার নোংরা জলে ডিম পাড়ে আর্মিজারিস সাবলবেটাস। সেই ডিম ফুটে পূর্ণাঙ্গ মশা জন্ম নিতে সময় লাগে মাত্র সাতদিন। ওই ট্যাঙ্ক থেকে সদ্যোজাত মশার বাইরে বেরিয়ে আসার পথও সেই ভেন্টপাইপের খোলা মুখ। কাজেই মশা প্রতিরোধী জাল দিয়ে আজই ভেন্টপাইপের মুখ বাঁধুন। এতোদিন সবাই বলত, আর্মিজারিস মশাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কারণ এই মশা কোনও রোগ ছড়ায় না। পুর গবেষণায় ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রাণঘাতী জাপানি এনকেফেলাইটিস ছড়াতে পারে আর্মিজারিস সাবলবেটাস নামক মশাটি। কাজেই হেলাফেলা না করাই ভালো। তাই সতর্ক হোন আজই।

৮। খোলা কোনও পাত্রে সাতদিনের বেশি জল জমিয়ে রাখবেন না। জমিয়ে রাখলে তাতে অ্যানোফিলিস কিংবা এডিস মশা ডিম পাড়বে। সাতদিন পরপর খরচ করে পাত্রগুলি ভালো করে পরিষ্কার করবেন। ৯। কলকাতার অনেক ফুলের দোকানে দেখা যায়, ফুল বিক্রেতারা ব্যাটারির বাক্স দিনের পরদিন একই জল মজুত করে রাখেন এবং সেই জমানো জলেই কিলবিল করে প্রধানত ডেঙ্গুর বাহক এডিস ইজিপ্টাইয়ের লার্ভা। কাজেই ফুল বিক্রেতারা সজাগ হোন। ৭ দিন পরপর ব্যাটারির বাক্সের জল বদলান। ১০। আপনারা অনেকেই যাদের জলের পোকা ভাবেন, সেগুলি আসলে মশার লার্ভা, জলের পোকা নয়। সুতরাং, কোনও খোলা পাত্রের জলে পোকা দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে জল ফেলে দিন। পাত্রটি ভালো করে পরিষ্কার করুন এবং তাতে আবার জল রাখুন। এভাবে ৭ দিন পরপর বাড়ির সব জলের পাত্রই পরীক্ষা করে দেখুন তাদের কোনওটিতে জলের পোকা জমেছে কী না?

লায়ন্স ক্লাব কলকাতা কেয়ারের শারদ সম্মান ২০১৭

মহালয়া থেকে শুরু করে বারবার পরিদর্শনের পর লায়ন্স ক্লাব কলকাতা কেয়ারের ফলাফল ঘোষণা করা হয় ষষ্ঠীর দিন। বিচারকমণ্ডলী এদিন সন্ধ্যেবেলা বিজয়ী পুজো কমিটিগুলোর হাতে পুরস্কার তুলে দিতে বেরিয়ে পড়েন। তারই কিছু ঝলক।

১

২

৩

১। চেতলা অগ্রণী (সেরা প্রতিমা)
২। এস বি পার্ক সার্বজনীন (বিশেষ পুরস্কার)
৩। বেহালা বুড়ো শিবতলা (সেরা পুজো)
৪। বড়িশা উদয়নপল্লি সার্বজনীন দুর্গোৎসব (বিশেষ পুরস্কার)
৫। বেহালা ক্লাব (বিশেষভাবে প্রশংসিত)
৬। বেহালা নতুন সংঘ (বিশেষভাবে প্রশংসিত)
৭। বেহালা ফ্রেন্ডস (সেরা ভাস্কর)

এছাড়াও আরও বিজয়ী সংগঠনের মধ্যে রয়েছে

অজয় সংহতি (সেরা মণ্ডপ)
হরিদেবপুর ৪১ পল্লি (সেরা সৃস্টি ভাবনা)
হরিদেবপুর বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব (বিশেষ পুরস্কার)
স্পোর্টিং ক্লাব (বিশেষ পুরস্কার)
মুদিয়ালী ক্লাব (বিশেষ পুরস্কার)
সন্তোষপুর ত্রিকোণ পার্ক (বিশেষ পুরস্কার)
সেলিমপুর পল্লি (বিশেষভাবে প্রশংসিত)
বড়িশা সার্বজনীন (বিশেষভাবে প্রশংসিত)
বড়বাগান সার্বজনীন দুর্গোৎসব (বিশেষভাবে প্রশংসিত)

৪

৫

৬

৭

মাঙ্গলিকী

ব্যঙ্গমা–র বর্ষা–মজলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২০শে জুলাই ২০১৭, ব্যঙ্গমার আসর বসেছিল যথারীতি শ্রীমতী কৃষ্ণা সেনের বাড়ির সভা ঘরে, ৭৮, লেক রোড–এ সন্ধ্যা ৬টায়। জুলাই হল ব্যঙ্গমার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ সাহিত্যিক অজিতকৃষ্ণ বসু অর্থাৎ অ–কৃ–ব'র জন্ম মাস। তাই সম্পাদক অরুণোদয় ভট্টাচার্য ব্যঙ্গমা–র থিম–সং দিয়ে মজলিশ শুরু না করে প্রথমেই শোনালেন অজিতদা'র বিখ্যাত পাগলা গারদের একটি কবিতা'র সংগীতরূপ। 'প্রার্থনা' নামক কবিতাটিতে অরুণোদয় নিজের সুরে কাওয়ালি ঢঙ এত সুন্দর মিশ খেয়ে গেল যে, সব শ্রোতারা মোহিত হয়ে গেলেন। এরপর আসরে আরো তিন জন গায়িকা–– সুজাতা দে, বন্দনা দত্ত এবং তনুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়–– কবিতা, কথিকা এবং রম্যরচনার ফাঁকে ফাঁকে গান গাইলেন। কবিতা শোনালেন রণবীর কুমার দে, দেবকুমার মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর দত্ত, বিশ্বেশ্বর রায়, শেফালী সরকার এবং শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় শোনালেন কী ভাবে তিনি এক বিদেশি ম্যাজিক জার্নালে অজিতদা'র আবিষ্কৃত ম্যাজিক আইটেমের সপ্রশংস উল্লেখ দেখিয়ে অজিতদাকে বিস্ময় ও আনন্দে আপ্লুত করেছিলেন, সেই কাহিনী।

অসিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে পড়ে শোনালেন একটি পরম উপভোগ্য রম্যরচনা। শৈলেশ্বর মুখোপাধ্যায় যথারীতি বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের জীবনের কিছু কৌতুককণা শোনালেন। কৃষ্ণা সেন শোনালেন দুটি রসসিক্ত কৌতুকী। কেয়া দাস বিশ্বাস চমৎকার আবৃত্তি করলেন ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের একটি মজার কবিতা।

তবে এই সন্ধ্যায় সম্ভবতঃ সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিলেন দেবাশিস রায়। তাঁর কণ্ঠে শচীন কর্তার গান শুনে সকলেই পরম উল্লসিত হলেন।

বর্ষার কারণে উপস্থিতি একুশে সীমিত থাকলেও গুণগত মান বিচার করলে আসরটিকে সার্থক বলতে কোনও দ্বিধা হয় না।

স্বাধীনতা সংগ্রামী শেফালি সরকারের জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠান

মলয় সুর, চুঁচুড়া : স্বাধীনতা সংগ্রামী শেফালি সরকারের জন্মশতবর্ষ সমাপ্তি অনুষ্ঠান হুগলি জেলা পরিষদ ভবনে বৃহস্পতিবার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকালে অনুষ্ঠিত হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লিগাল এইড ফোরামের সাধারণ সম্পাদক তথা সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের দিদিমা এই শেফালি সরকার। অনুষ্ঠান সূচনা হয় সঙ্গীত শিল্পী সুপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রাক্তন পুলিশ অফিসার অরিন্দম আচার্য্যের গানের মাধ্যমে। এছাড়া বেশ কয়েকটি গান পরিবেশন করেন স্মৃতি লালা। মূলত জয়দীপবাবুর উদ্যোগেই এই মুখোপাধ্যায় পরিবারের অনুষ্ঠান। এদিন ভাব গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত বিচারপতি অমিতাভ লালা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অমিয় চৌধুরী, প্রাক্তন পুলিশ অফিসার অরিন্দম আচার্য্য, প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন অতিরিক্ত সলিসিটর বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য ও স্বাধীনতা সংগ্রামী সরোজিনী নাইডুর নাতি অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়। এদিকে মঞ্চে বিশিষ্ট গুণীজনদের শেফালি সরকার স্মৃতি স্মারক হাতে তুলে দেন জয়দীপবাবুর মা মলয়া মুখোপাধ্যায়।

মলয়াদেবী বলেন, দুর্গোপুজোর দিনগুলো ভালো কাটুক। সকলের জন্য রইল শারদ শুভেচ্ছা। এরই পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ আগামী নভেম্বরে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক সারা ভারত লিগাল এইড ফোরামের সম্মেলন। তারই প্রস্তুতি পর্ব জয়দীপবাবু সেরে ফেললেন।

পত্র–পত্রিকার আলোচনা

সহযোদ্ধা সাহিত্য পত্রিকা

(সম্পাদনা – নিত্যানন্দ দাস / ৩–রা জুন ২০১৬) ডঃ অমরেন্দ্র নাথ বর্ধন, নিত্যানন্দ দাস, চিন্ময়ী বিশ্বাস, শৈলেনচন্দ্র দাস, আতি দাস, দেবকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্যামসুন্দ গুঁই–এর কবিতায় বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভাষা–শহীদ স্মরণ বাঙালীর আবেগ–কে ধাক্কা দেয়।

সায়াহ্নে

(সম্পাদক – বিনয় দত্ত / জুন ২০১৭ সংখ্যা) শান্তনু মিত্র, সুখময় দাস, বিধান সাহা–র কবিতা অন্যদের থেকে নিজেদের উচ্চতায় আনতে পেরেছে। সুব্রত ভট্টাচার্যের গল্পটি (টুবলুর সেই ব্যাট–টা) কিশোরদের ভালো লাগবে। মৃণালকান্তি গোস্বামীর গল্পটিতে দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমার কথা। ছোট গল্পের মূল শর্ত–টাই কিন্তু বিন্দুতে জীবনের সিন্ধু দর্শন। আর কবে আমাদের সময়ের ছোট গল্প সময়োচিত হবে! সম্পাদকের নড়বড়ে লেখাটি কিন্তু বেশ নড়বড়েই হয়ে গেছে। প্রার্থনা করি বিনয় বাবুর পরিচিত ঋজু লেখন–ভঙ্গী তাড়াতাড়ি ফিরে আসুক। (পত্রিকার ঠিকানা – শঙ্কর আবাসন, ৪৪ স্কুল রোড, পূর্ব পুটিয়ারী, কলকাতা–৯৩)

দুঃখটাকে পুড়িয়ে এলাম

অরূপ রতন

(আরতি দে–র কাব্য গ্রন্থ – সারঙ্গ প্রকাশনী, হাওড়া–৭১১ ৪১০ / মুল্য ৫০ টাকা) কবি–র এটি চতুর্থ কাব্য গ্রন্থ। জীবনের লড়াইরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পথ খুঁজে বের করার প্রতিজ্ঞা ছড়িয়ে রয়েছে কাব্য গ্রন্থটির পাতায় পাতায়। সংগ্রামের পর সংগ্রামে জেরবার হওয়া নয়, বরং হাসতে হাসতে বাধা গুলোকে টপকে এগিয়ে যাওয়ার কথা কবিতায় পাতায় পাতায় (দুঃখটাকে পুড়িয়ে এলাম, মরীচিকা, আগুন আর আলো, খুঁজে ছিলাম আগুন, স্বপ্নগুলো তুলে নাও)। চতুর্থ কাব্য গ্রন্থে এসে কবির কলম আরও অনেক পরিণত হয়েছে, কবিতার ভাষাও নতুন নতুন খোলস ঝেড়ে ফেলেছে। প্রশ্ন, অলীকও ঘুমায়, শব্দ, খুঁজে বেড়ায়, সত্য কে সামনে রাখো, ভেঙে পড়ল মন ইত্যাদি কবিতা পাঠকদের মনে ছাপ ফেলবেই। এই কাব্য গ্রন্থটির মধ্যে কয়েকটি স্মরণ–কবিতা ঢুকে গিয়ে কিছুটা তাল কেটেছে। প্রয়াত কবি বিমল মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ, কিংবা বিবেকানন্দের উদ্দেশ্যে লেখা কবিতা গুলির প্রকাশের মত অনুকুল আবহ এই গ্রন্থে বোধহয় নেই।

রাখালদাস বৈরাগী ও অন্যান্য

(শচীন কুমার চক্রবর্তী–র গল্প গ্রন্থ / লেখক স্বয়ং প্রকাশক, কলকাতা–৯৩ / মুল্য ১৯০ টাঃ) – লেখকের সম্ভবতঃ প্রথম গল্প সংকলন। ২৮টি গল্পের শুরুতে নৈবেদ্য–কলার মত একটি কবিতা প্রায় গুঁজে দেওয়া হয়েছে। এবং এর ফলে গোড়াতেই পাঠকের মনে দ্বন্দ ঢুকে পড়ে। গল্পগুলির অধিকাংশই অতীতের রচনা, কয়েকটি গল্প ভ্রমণ–কথার কাঠামোতে গড়া হয়েছে, সেগুলি মোটামুটি উতরে গিয়েছে। বাকী গল্পগুলির নির্মাণে লেখক কোনও ব্যতীক্রমী রাস্তায় না গিয়ে সোজাসুজি গল্প বলেছেন, ন্যারেটিভ্ ধর্মী। কিন্তু সমস্য হল গল্পগুলিতে মেলেড্রামার মশলা যথেচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে। ভুলব কেমন করে গল্পটির কাহিনী বাংলা হিন্দী ছবিতে বহু–ব্যবহৃত ফরমুলা, স্ত্রী ও শিশু সন্তান–কে অকূলে ফেলে জীমূতমোহনের হটাত নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার কোনও ব্যাখা কিংবা দীর্ঘদিন বাদে ফেরত আসার কারণের ইঙ্গিত মাত্র নেই। বাংলা ছোট গল্পের ইতিহাস মাত্র দেড় শতকের কিন্তু অনেক সমৃদ্ধ। গল্প বলার বহু প্রকরণ রয়েছে, দুর্ভাগ্য লেখক সে পথে পা বাড়ান নি। এ সময়ের পাঠকেরা এমন পুরানো–পন্থীতে লেখা গপ্পো পছন্দ করবেন কি! বইটিতে মুদ্রকের নাম, ঠিকানা নেই, যা কিনা ভারতীয় প্রচলিত মুদ্রণ–পদ্ধতিতে বাধ্যতামূলক। প্রচ্ছদ সুন্দর।

পরমা

(অমর কুমার দাসের কবিতার বই / পূরবী দাস, কাকদ্বীপ / মুল্য ৫০ টাঃ) কবির অসংখ্য কবিতার বই–এর সর্বশেষ প্রকাশনা এটি। কাকদ্বীপের সংস্কৃতি–চর্চা এই মুহুর্তে যথেষ্ট পরিণত ও অগ্রণী ভূমিকায়। অমর বাবুর কবিতা সেই জোয়ারের একটি উল্লেখযোগ্য ঢেউ। অমর বাবুর কবিতাগুলির অধিকাংশের মূল উপজীব্য ভালবাসা। মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসাই ফুটে উঠেছে পরের পর কবিতার ছত্রে ছত্রে। আমার কবিতা, অনেক কবিতা নিয়ে, একটা সময় এতো গভীর, চিঠি, তোমায় ভেবে ইত্যাদি বহু কবিতা বেশ উজ্জ্বল। বইটির কবিতা বিন্যাসে আরও একটু যত্ন প্রত্যাশিত ছিল। মাতৃভাষা–র প্রতি উতসর্গীকৃত একাধিক কবিতা ইতি উতি না ছড়িয়ে, একটি পর্বে সংকলিত হতে পারতো। অক্ষর বিন্যাসেও বহু ক্ষেত্রে কবিতাগুলিকে দুটি পাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যা স্বচ্ছন্দে এক পাতায় পরিবেশিত হতে পারতো, এমনটা কি নিছক পাতা–বাড়ানোর জন্য !

বেড়াতে বেরিয়ে

(শিবশঙ্কর বকসী–র ভ্রমণ কথা / সাগরিকা পাবলিশার্স, কলেজ রো, কলকাতা–৯ / মুল্য ১২৫ টাঃ) – লেখকের বইটিতে মহারাষ্ট্র–গোয়া, উত্তর প্রদেশ–উত্তরাখণ্ড, জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ ও গুজরাটের ভ্রমণ বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হয়েছে। লেখক বেশ বৈঠকি ভঙ্গীমায় বেড়ানোর গল্প শুনিয়েছেন। বেশী তত্ব কথা কিংবা তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত করেননি, সেটা যেমন স্বস্তির, তেমন অন্যদিকে কোথায় কখন কি খেয়েছেন, কে লুডো খেলল সেসব গপ্পোও সবিস্তারে শুনিয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে লেখা ভ্রমণ কাহিনীগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় কিছু পরিমার্জনার প্রয়োজন ছিল, সেটি করা হয় নি। রঙীন আলোকচিত্রগুলির মুদ্রণ–পারিপাট্যেও খামতি রয়ে গিয়েছে।

একুশের ভাবনা

(সম্পাদক – বদরুজ্জোহা হারুন) পত্রিকাটির সংখ্যা–র কোনও উল্লেখ নেই। পত্রিকাটির নাম থেকেই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। মাতৃভাষার প্রতি গভীর ভালবাসা ও ভাষা–কে রক্ষা করার অঙ্গীকার কবিতা কিংবা গদ্যের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে। ২১শে ফেব্রুয়ারী–কে স্মরণ করার এই মহান প্রয়াসে যাঁদের লেখা মনে দাগ কেটেছে তাঁরা মাণিক দে, সবিতা বেগম, অমর কুমার দাস, অমল কর, জয়ন্ত রসিক, সতীরঞ্জন আদক, মোঃআলী বুলবুল, দিলীপ সাঁতরা প্রমুখ। এই সময়ের স্রোত যে ভাবে বইছে, তাতে ভাষা হিসাবে বাংলা আর কতদিন টিঁকে থাকবে সেটাই দুর্ভাবনার বিষয়। বাংলা ভাষার ধারাটিকে বহমান রাখার এই প্রয়াস তাই অত্যন্ত জরুরী এবং এমন প্রয়াসের জন্য পত্রিকাগোষ্ঠীকে সাধুবাদ জানাতে হয়। পত্রিকার ঠিকানা – ৩৩, রাইচরণ ঘোষ লেন, কলকাতা–৭০০ ০৩৯ ফোন – 9732169678।

সি নে মা ঘ র

ছবির মধ্যে ছবি : ছায়াও ছবি

আলো ছায়ার মধ্যে তারকাদের মন প্রত্যক্ষ করলেন শঙ্কর ঘোষ।

সিনেমা তৈরির ঘটনা নিয়ে সিনেমা বানানো নতুন কথা নয়। বহু জনপ্রিয় ছবি নির্মিত হয়েছে এমন বিষয় নিয়ে। কিন্তু কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত 'ছায়া ও ছবি'র আবেদনটি স্বতন্ত্র। যেহেতু পরিচালক নিজেই ছবিএর চিত্রনাট্যকার তাই তিনি বিষয়টিতে একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন। একদিনের ঘটনা। নোটবন্দী প্রযোজককে নোটের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করতে গল্পের নায়ক অরিন্দমের পরামর্শে নায়িকা রাই চ্যাটার্জি নিরুদ্দিষ্ট হন। নায়িকার ব্যক্তিগত ড্রাইভার তাকে নিয়ে গভীর জঙ্গলে চলে যান। ইউনিটের সবাই যখন অস্থির অবস্থায় রয়েছেন, তখন পরিচালিকা শ্যুটিং বন্ধ করেননি।

ছবির দ্বিতীয় নায়িকার সঙ্গে বিবাহিত রঞ্জন ঘনিষ্ঠভাবে চুম্বনও করেন। টাকার বন্দোবস্ত হয়, নায়িকা ফিরে আসেন। আবার শ্যুটিং হয়। এসব পর পর ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলির মধ্যে তথাকথিত চমক নেই। চমক এলো শেষ পর্বে। তখন মানুষের মুখ আর মুখোশের গল্প। সেখানেই ছবির স্বাদ বদল। একটি মোবাইল চুরিকে কেন্দ্র করে প্রধান চারটি চরিত্রে প্রকৃত রূপ উদ্ঘাটনে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন পরিচালক। পাশাপাশি দামি হোটেলের রুদ্ধ ঘরে অরিন্দমের রাইয়ের সঙ্গে ফোনে কথোপকথন বাইরে থেকে পরিচালিকা শুনে ফেলেন; এটি বিশ্বাস্য ঠেকে না। নামকরা স্টারের ফ্যান অসংখ্য লোক হতেই পারেন, কিন্তু তেমনই এক ফ্যানের সঙ্গে নায়িকার সম্পর্কের নব উন্মোচন; এটিও অন্যভাবে ভাবা যেত।

পরিচালককে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁর শিল্পীরা। আবীর চট্টোপাধ্যায়, ঋত্বিক চক্রবর্তী, কোয়েল মল্লিক, প্রিয়াংকা, বরুণচন্দ্রের কাজ মন দিয়ে দেখার মতন। কিন্তু এদের ছাড়িয়েও মনে দাগ কেটে গেছে পরিচালিকার চরিত্রে চূর্ণি গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনয়। যেভাবে বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে পরিচালিকা সবকিছুর মোকাবিলা করেছেন; তা চূর্ণির অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তের সুরে 'একলা একলা' গানটিতে শ্রোতারা মজেছেন। যে দার্জিলিং এখন অশান্ত, সেই দার্জিলিংকে চোখে ভরে দেখার সুযোগ করে দিয়েছেন পরিচালক। চিত্রগ্রাহককেও এ জন্য ধন্যবাদ। আলো আঁধারির

বঙ্গ ফিল্মস প্রযোজিত 'খুঁজে বেড়াই তারে' সিনেমার গান প্রকাশ অনুষ্ঠানে কলাকুশলীরা। ছবিতে অভিনয় করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অভিষেক চ্যাটার্জি, রজতাভ দত্ত সহ অন্যান্যরা। ছবি : উৎপল রায়

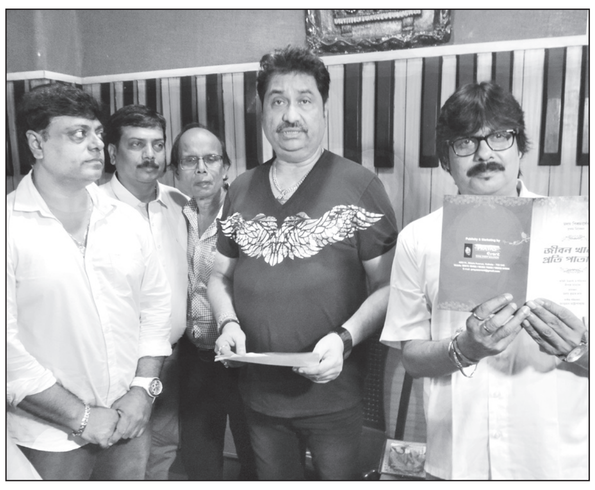

দীপক সান্যালের কাহিনী পরিচালনা ও চিত্রনাট্য, মলয় কুমার দাস প্রযোজিত মলয় পিকচার্সের প্রথম নিবেদন 'জীবন খাতার প্রতি পাতায়'। অভিনয় করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, চৈতি ঘোষাল সহ অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রী। এই সিনেমারই সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন অংশুমান চট্টোপাধ্যায়। গীত রচনায় অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁরই একটি গান রেকর্ড করলেন কুমার শানু। সঙ্গে রয়েছেন সঙ্গীত পরিচালক সহ অন্যান্যরা।

বাংলা সিনেমার গানে উজ্জ্বল সন্ধ্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলা ছবির পুরনো দিনের গানের এক অভিনব গীতিময় সন্ধ্যা রবিবার (১০ সেপ্টেম্বর) চন্দননগর রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হল। ৫০ ও ৬০–এর দশকে বাংলা সিনেমার স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসকে তুলে ধরলেন। এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন অবশেষে পুরনো দিনের বাংলা সিনেমার গান। অতীত দিনের বিভিন্ন শিল্পীদের এক ঝলক ছবির পর্দায় গানের সঙ্গে অতি পরিচিত কণ্ঠের গান, গীতিকার, সুরকার,ও পরিচালকের দেখা গেল। এদিন মঞ্চে প্রবীণ ও নবীন শিল্পীদের সংমিশ্রনে এক অসাধারণ সন্ধ্যাটি উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

প্রবীণ শিল্পীরা হলেন গৌরাঙ্গ বিশ্বাস, রাহুল দত্ত, এছাড়া যন্ত্র সংগীতে প্রবীণরা স্বর্ণ চট্টোপাধ্যায়, শিশির দাস। সংগীত পরিচালনা করেন সাম্যদীপ রায়। বাছাই করা ২২টি গানের ছবি পর্দায় দেখানো হয়। সবকটি লাইন অতীত দিনের শিল্পীদের। উদ্যোক্তারা বর্ষায়ান যন্ত্রসংগীত শিল্পী স্বর্ণ চট্টোপাধ্যায়কে মানপত্র ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধিত হয়ে তিনি সম্মানিত বোধ করছেন। তিনি বহু নামীদামি শিল্পীর সঙ্গে প্যারকাসন বাজান, এই ধরণের অনুষ্ঠানের গন্থনা ও পরিকল্পনায় ছিল আজকাল পত্রিকার দেবাশিস মুখোপাধ্যায়। তাঁর উন্নত মস্তিষ্কের ফসল এই অনুষ্ঠানটি।

তবে ফরাসি শহর চন্দননগরে সাংস্কৃতিকমনস্ক মানুষ থাকার দরুন ভিড়ে ঠাসা দর্শকরা রবীন্দ্রভবন প্রেক্ষাগৃহে জমজমাট কথায় ও গানে অনুষ্ঠানে সকলেই উপভোগ করেন। এমন কি সেকালের ছইব ও গান আজও প্রাসঙ্গিক সেই কারণে চন্দননগর পুরনিগমের মেয়র রাম চক্রবর্তী অনুষ্ঠানে গভীরভাবে মগ্ন ছিলেন। অনুষ্ঠান মঞ্চে আলো–আঁধারি পরিবেশ থাকার দরুন দর্শক শ্রোতাদের মন ছুঁয়ে যায়।

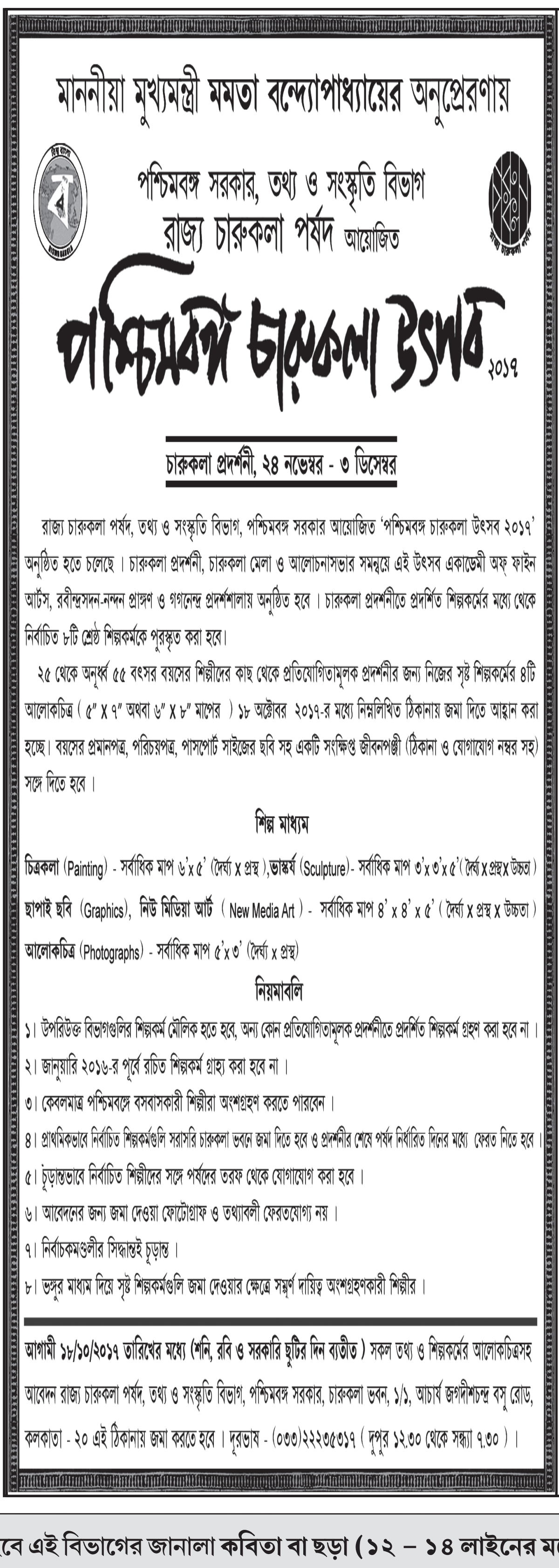

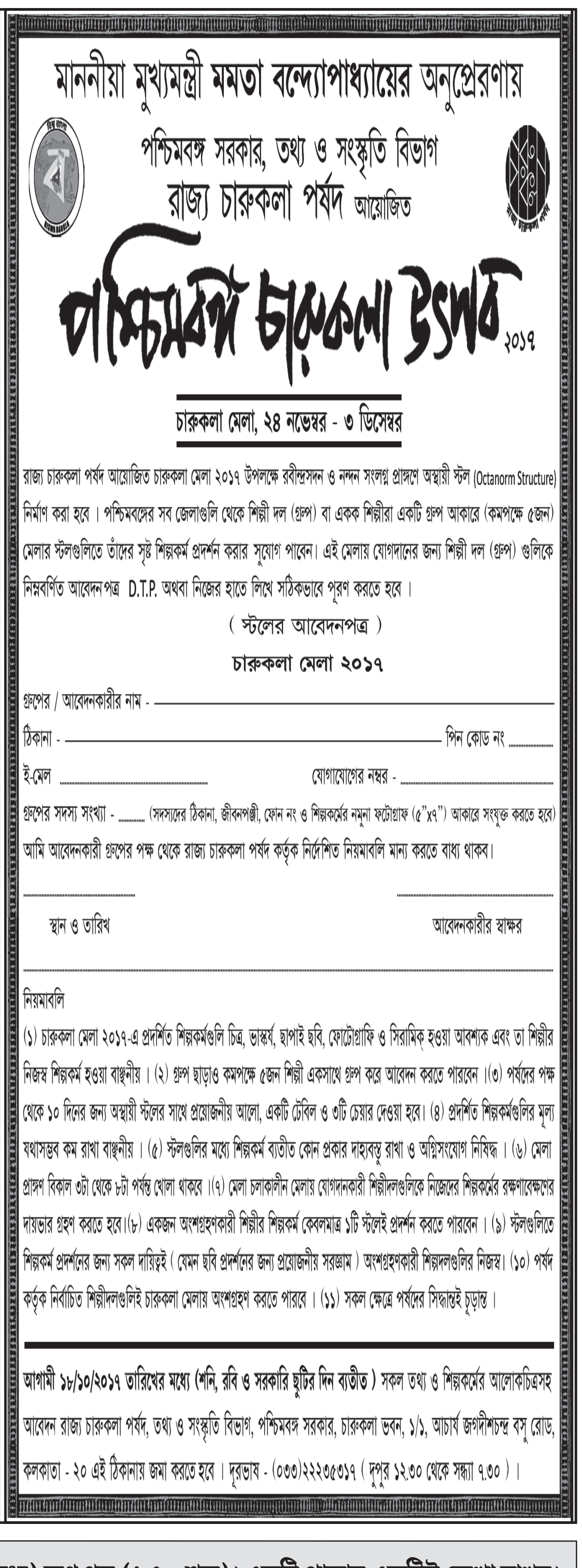

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

শারদ উৎসবের অব্যবহিত পরে যুব বিশ্বকাপের ঢাকে কাঠি

অরিঞ্জয় মিত্র

শেষ পর্যন্ত ফের একটি বড়মাপের ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজিত হতে চলেছে ভারতবর্ষে। এমনিতে এদেশে যে বড় কোনও টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়নি তা নয়। এশিয়ান গেমসের আসরে এশিয়ার তাবড় দেশের শক্তি প্রদর্শন, নেহরু কাপ, সাফ গেমস সহ অনেক টুর্নামেন্টই হয়েছে। কিন্তু বিশ্বকাপের মতো বড় মাপের কোনও প্রতিযোগিতার স্বাদ ভারতবর্ষ কোনওদিন চাখতে পারেনি। সেটাই সম্ভব হতে চলেছে যুব বিশ্বকাপের হাত ধরে। হোক না সে যুবদের লড়াই। বিশ্বকাপ বলে কথা। এর মর্যাদাই আলাদা। কলকাতার ভাগ্যে অবশ্য প্রাথমিকভাবে দেশের খেলার আয়োজন পড়েনি। সেই সৌভাগ্যের অধিকারী দেশের রাজধানী দিল্লি। আগামী ৬ অক্টোবর ভারত–মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লড়াই দিয়ে ঢাকে কাঠি পড়বে এই বিশ্বকাপের। দিল্লিতে ভারতের গ্রুপে আমেরিকা ছাড়াও রয়েছে আফ্রিকান সিংহ ঘানা ও লাতিন আমেরিকার বাঘ কলম্বিয়া। এই শক্ত বাঁধা পেরিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ড তথা নক–আউটে যাওয়া যে কঠিন তা মোটের ওপর পরিস্কার। ভারতীয় ব্রিগেডে এবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে ঠাঁই মিলেছে রহিম আলি ও অভিজিত সরকারের। বাকিদের মধ্যে উত্তর–পূর্ব ভারতের প্রতিনিধিত্ব অনেকটাই বেশি। তাঁদের মধ্যে আবার দাপট বেশি মণিপুরের। এছাড়া মিজোরাম ও সিকিমের প্রতিনিধিত্বও আছে। বহুদিন পর এই যুব ভারতীয় দলে পাঞ্জাব কেশরীর সংখ্যাও ভালো। এর সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের সংমিশ্রণে এক অদম্য স্পিরিট লক্ষ্য করা যাচ্ছে পুরো দলের মধ্যে। যাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এই বিশ্বকাপের পর ভারতীয় ফুটবলের তারা হয়ে উঠবেন তা বলাইবাহুল্য।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত ফুটবল নামটা শুনলে ভারতীয়দের মধ্যে কেমন যেন গ্লানি কাজ করত। যেন ফুটবল আবার ভারতীয়রা খেলল কবে। যা কিছু কেন্দ্রীভূত ওই সুয়োরানী ক্রিকেটকে ঘিরে। তবে সব খারাপের মধ্যেও কিছু ভালো জিনিস থেকে যায়। আর সেই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে ভারতীয় ফুটবলে। সেটা হল অতি সম্প্রতি ভারতীয় ফুটবল টিমের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০০ নম্বর স্থানে উঠে আসে। ভারতের ফুটবল নিয়ে যাঁরা একটু আধটু চর্চা করেন তাঁরা বুঝতে পারবেন দেশের এই অগ্রগতি যথেষ্ট উৎসাহজনক। কারণ এই কিছুদিন আগেও ভারত ছিল ১৬০–১৬২ টি টিমের পিছনে নেহাতই এক পিছনের সারির দল। সেই ভারতের প্রথম ধাপে উঠে আসা যথেষ্ট ইতিবাচক। দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন ঘটানো কোচ স্টিভেন কনস্টানটাইনের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। তাঁকে আহামরি কিছু মনে নাই হতে পারে। কিন্তু তাঁর কোচিংয়ে ভারতের এই সাফল্য তা তো অস্বীকার করা যাবে না। ধন্যবাদ প্রাপ্য সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান ভারতীয় ফুটবল দলও। বস্তুত বাইচুং ভুটিয়াদের আমল থেকে যে বীজ পোঁতা হয়েছে তার সুফল এখন পেতে শুরু করেছেন সুনীল ছেত্রীরা। এর সঙ্গে যোগ করতে প্রফুল্ল পটেলের নেতৃত্বাধীন ফেডারেশনের কথাও।

বস্তুত ভারতীয় ফুটবলের এই আশাব্যাঞ্জক সময় দেশের দুই প্রান্ত থেকে উঠে আসা দুটি দল বেঙ্গালুরু এফসি এবং আইজল এফসি প্রমাণ করছে দেশের নানা প্রান্তে ফুটবল ছড়াচ্ছে। পেশাদারিত্বের অনুপ্রবেশ ঘটছে দেশের ফুটবল দুনিয়ায়। ফলে একটা বাজার তৈরি হচ্ছে ফুটবলকে ঘিরে। ভারতীয় ফুটবলের এই উত্থানের মধ্যে আবার কলকাতার ফুটবল টিমগুলি নিজেদের সাধ্যমতো চেষ্টা মেলে ধরতে চলেছে। যথারীতি এতে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে সেই ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান। ইস্টবেঙ্গল আবার শক্তিশালী দল গড়ার পাশাপাশি বাগান থেকে ফিজিক্যাল ট্রেনার গার্সিয়া ও আইজল থেকে চ্যাম্পিয়ন কোচ খালিদ জামালকে এনে চমক দিয়েছে। সেদিক থেকে বাগান আপাতভাবে পিছিয়ে।

এর সঙ্গেই আবার যোগ হতে চলেছে এদেশে আরম্ভ হতে চলা ফুটবল বিশ্বকাপ। যা ভারতের ফুটবলের মাইলেজ অনেকটাই বাড়াবে। কিছুদিন আগেই প্রাক্তন বিশ্ব তারকা ফুটবলার, ভারতীয় ফুটবলের দুই আইকন বাইচুং ভুটিয়া ও সুনীল ছেত্রী ও ব্যাডমিন্টনে দেশের আশা ভরসা পিভি সিন্ধুর উপস্থিতিতে ড্র সম্পন্ন হয়েছে এই যুব বিশ্বকাপের। বড়দের বিশ্বকাপ না হলেও বিশ্বকাপ বলে কথা। তাও এদেশের মাটিতে। ভাবা যায়। সেই অসম্ভবটাই বাস্তবায়িত হয়েছে। এবার মাঠে নেমে পড়ার পালা। লটারি অনুযায়ী ভারত আছে বেশ শক্তপোক্ত গ্রুপে।

প্রথম ম্যাচে আগামী ৬ অক্টোবর ভারত মুখোমুখি হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। মার্কিন দলটি এমন একটি দল যারা এখনও পর্যন্ত কোয়ালিফাই করতে পারেনি এমন ঘটনা বোধহয় একবার মাত্র ঘটেছে। এরপর ৯ অক্টোবর ভারত মুখোমুখি হবে লাতিন আমেরিকান ফুটবলের অন্যতম বড় শক্তি কলম্বিয়ার। তারপর ১২ অক্টোবর এই যুব বিশ্বকাপ জেতার অন্যতম দাবিদার ঘানার মোকাবিলায় নামতে হবে ভারতীয় ফুটবল দলকে। ভারতের টাই অনুযায়ী যে গ্রুপ পড়েছে তাতে সব ম্যাচ খেলতে হবে দিল্লিতে। কোচিতে যে গ্রুপের খেলা হবে তাতে রয়েছে প্রবল শক্তিধর ব্রাজিল, স্পেন, উত্তর কোরিয়া ও নিগের। কলকাতায় ভারত খেলছে না এটা প্রাথমিকভাবে এখনাকার তামাম সমর্থকদের জন্য দুঃসংবাদ। নতুন করে সেজে ওঠা যুবভারতীতে যে গ্রুপ খেলবে তার ৪টি টিম হল মেক্সিকো, চিলি, ইরাক ও ইংল্যান্ড। অনুর্দ্ধ ১৭ যুব বিশ্বকাপের ফাইনাল আগামী ২৮ অক্টোবর। কলকাতার সমর্থকদের জন্য এটাই সুখবর ব্রাজিল তাদের গ্রুপের সব ম্যাচ জিতে যদি কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছায় তবে সেই সাম্বা ফুটবলের ঝলক দেখতে পারবে তিলোত্তমা। ভারতের খেলা দেখতে না পারার আপশোস তখন ষোলোআনা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

চিরিচ মিলোভানের জমানায় ভারতের ফুটবল শেষবারের মতো নিজেদের মেলে ধরতে পেরেছিল। তারপর কেটে গেছে প্রায় ৩০–৩২ বছর। এতগুলি বছর পর ভারতীয় ফুটবলকে ঘিরে যে আশার সঞ্চার ঘটেছে তা ধরে রাখাটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। এই বিশ্বকাপে দেশের ফুটবল মক্কা কলকাতাবাসী চাইছে ভারত যাই করুক না কেন, পরবর্তী রাউন্ড তথা আরও গুরুত্বপূর্ণ অংশে যেন ব্রাজিলের আবির্ভাব ঘটে তিলোত্তমায়। বস্তুত সেই ক্লাইম্যাক্সের অপেক্ষায় এখন পুরো নগরবাসী।

রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ২টি সোনা জয় উত্তরপাড়ার অঙ্কনার

রিম্পি ঘোষ: কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে আয়োজিত রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় দুরন্ত জয়। কাতা ও কুমি উভয় বিভাগে ২ টি সোনা জিতে সাড়া ফেলে দিয়েছেন বাংলার উঠতি খেলোয়াড় বছর নয়েকের অঙ্কনা দাশ। এইবছরই কলকাতাতে আয়োজিত রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ২ টি সোনা জিতে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন অঙ্কনা। কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের ছাত্রী অঙ্কনা ২ টি সোনা জিতে সবাইকে চমকে দিয়েছেন।

অথচ মাত্র ৫ বছর বয়সে উত্তরপাড়ার মহুয়া ক্লাবে কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের কাছে ক্যারাটেতে হাতেখড়ি অঙ্কনার। কয়েকদিন প্রশিক্ষণ দিয়েই প্রশিক্ষক তারকবাবু বুঝতে পারেন দক্ষ ক্যারাটেকার হয়ে ওঠার সব রকম গুণ রয়েছে অঙ্কনার মধ্যে। প্রায় বছর চারেক ধরে একাগ্রতা, অধ্যাবসায় ও নিরলস পরিশ্রমের জন্য অঙ্কনার এই সাফল্য ।

বীরভুমে আয়োজিত রাজ্য স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় সোনা ও কুমিতেতে রূপো (২০১৪) জেতেন অঙ্কনা। ঐ বছরই জাতীয় স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় রূপা ও কুমিতেতে সোনা জয় করেন তিনি। এরপর আর তাঁকে পিছন ফিরে তাকাতে হয় নি। মাত্র প্রায় বছর চারেকের প্রশিক্ষণেই কোন্নগর

মহাদেশ পরিষদে আয়োজিত রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় রূপো (২০১৫), ওই বছরই মহারাষ্ট্রে আয়োজিত জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতেতে উভয় বিভাগে ২ টো ব্রোঞ্জ, পরের বছর আলিপুরদুয়ারে রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় কাতায় রূপো ও কুমিতে সোনা (২০১৬), ওড়িশায় আয়োজিত আন্ত রাজ্য ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় সোনা ও কুমিতে রূপো (২০১৬), লক্ষ্মীতে আয়োজিত জাতীয় স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় রূপো (২০১৬), এই বছর কোন্নগরে আয়োজিত জেলাস্তরের প্রতিযোগিতায় কাতায় রূপো ও কুমিতে সোনা (২০১৭ সাল), নেতাজি ইন্ডোর ষ্টেডিয়ামে আয়োজিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় কাতায় সোনা (২০১৭ সাল) ইত্যাদি সবমিলিয়ে প্রায় ত্রিশটির মত পদক ঠাঁই পেয়েছে অঙ্কনার ঝুলিতে। শুধু তাই নয় কয়েক মাস আগে ক্যারাটেতে ব্ল্যাকবেল্ট অর্জন করেছেন এই বছর নয়েকের একরত্তি মেয়ে। অতি সম্প্রতি কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় এল দুরন্ত জয়। কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগে সোনা জিতে নতুন সম্ভাবনার আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন অঙ্কনা।

হিন্দমোটর এডুকেশন সেন্টারের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী ৯ বছর ৭ মাস বয়সী অঙ্কনা উত্তরপাড়ার ভদ্রকালীর বাসিন্দা। পরিবারে রয়েছেন বাবা অনির্বান দাস, তাঁর একটি দোকান রয়েছে, মা সোমা দাস গৃহবধূ ও দাদা অনীশ দাস হিন্দমোটরের পার্লস অব গড স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। অঙ্কনার মা সোমা দাস জানান, অনেক ছোটবেলায় অঙ্কনাকে নাচে ও আঁকার প্রশিক্ষণে ভর্তি করে দেওয়া হয়।

কিন্তু নাচ ও আঁকা শেখাতে অঙ্কনার খুব একটা আগ্রহ ছিল না। তারপর অঙ্কনাকে ক্যারাটেতে ভর্তি করে দেওয়া হয়। প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের তত্ত্বাবধানে অঙ্কনার জীবনের মোড় ঘুরে যায়। ক্যারাটেই এখন অঙ্কনার ধ্যান–জ্ঞান বলে জানান সোমাদেবী। অঙ্কনার অবসর সময় কাটে পুতুল খেলে।

সোনা ও ব্রোঞ্জ জয় শ্রীনন্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১৭ সালে কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে আয়োজিত রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় দুর্ধর্ষ জয়। কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগে সোনা ও ব্রোঞ্জ জিতে সাড়া ফেলে দিয়েছেন বাংলার উঠতি খেলোয়াড় বছর ষোলোর শ্রীনন্তি চৌধুরী। এই বছরই কলকাতাতে আয়োজিত রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় সোনা ও ব্রোঞ্জ জিতে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন শ্রীনন্তি। কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের ছাত্রী শ্রীনন্তি সোনা ও ব্রোঞ্জ জিতে সবাইকে চমকে দিয়েছেন। অথচ মাত্র সাড়ে তিন বছর ধরে কোন্নগরের মিলন সংঘ ক্লাবে কোন্নগর কানিনজুকো শটোকান ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশনের প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দারের কাছে ক্যারাটেতে হাতেখড়ি শ্রীনন্তির। কয়েকদিন প্রশিক্ষণ দিয়েই প্রশিক্ষক তারকবাবু বুঝতে পারেন দক্ষ হয়ে ওঠার সব রকম গুণ রয়েছে শ্রীনন্তির মধ্যে। প্রায় সাড়ে তিন বছরের একাগ্রতা, অধ্যাবসায় ও নিরলস পরিশ্রমের জন্য শ্রীনন্তির এই সাফল্য। কোন্নগরের নবগ্রাম মহাদেশ পরিষদে আয়োজিত জেলাস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় রূপো (২০১৫) জেতেন শ্রীনন্তি। পরের বছরই জাতীয় স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতায় ও কুমিতেতে উভয় বিভাগেই সোনা জয় করেন তিনি। এরপর আর তাঁকে পিছন ফিরে তাকাতে হয় নি। মাত্র সাড়ে তিন বছরের প্রশিক্ষণেই রাজ্যস্তরের বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়

ক্যারাটেতে কুমিতে রূপো (২০১৬), ঐ বছরই কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর ষ্টেডিয়ামে আয়োজিত আন্তর্জাতিক স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতেতে ব্রোঞ্জ ও, জেলাস্তরের প্রতিযোগিতায় কাতায় সোনা (২০১৬) অসংখ্য পদক ঠাঁই পেয়েছে শ্রীনন্তির ঝুলিতে। শুধু তাই নয় ক্যারাটেতে ব্ল্যাকবেল্ট অর্জন করেছেন এই বছর ষোলোর মেয়ে।

গত বছর ২০১৬ সালে ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সিলেকশানের মধ্য দিয়ে দিল্লিতে তালকোটরা ষ্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত জাতীয় স্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কুমিতে বিভাগে অংশ নেন শ্রীনন্তি। অতি সম্প্রতি কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত রাজ্যস্তরের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় এল দুরন্ত জয়। কাতা ও কুমিতে উভয় বিভাগে সোনা ও ব্রোঞ্জ জিতে নতুন সম্ভাবনার আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন শ্রীনন্তি। উত্তরপাড়া মাখলা দেবেশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞানের ছাত্রী ১৬ বছরের শ্রীনন্তি কোন্নগর মাষ্টারপাড়ার বাসিন্দা। পরিবারে রয়েছেন বাবা ঋষি চৌধুরী, তিনি গৃহশিক্ষক, প্রাইভেট টিউশনি করেন। মা পারমিতা চৌধুরী বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ও দাদু যাদবানন্দ চৌধুরী। শ্রীনন্তির প্রিয় খেলা ক্রিকেট, প্রিয় খেলোয়ার শচীন তেন্ডুলকার এবং ক্যারাটেতে তাঁর আদর্শ হলেন প্রশিক্ষক তারকনাথ সর্দার। ভবিষ্যতে শ্রীনন্তি ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে চান।

মনের খেয়াল

কালীপুজো এসে গেল ঘরদোর আলোয় আলোকিত করতে হবে। বাজার থেকে লাইট তো আমরা কিনবই কিন্তু তাকে একটু অন্যভাবে সাজালে কেমন হয়। টুনি লাইট কেনার পর গুনে দেখ কটা বাল্ব আছে, তারপর সেকটা কাগজের গ্লাস কেন। তারপর কাগজের গ্লাসের ওপরে ওই বাল্ব ঢুকবে একটা ছিদ্র বানাও। তারপর বাল্বগুলোকে ওর মধ্যে ঢুকিয়ে দাও হাল্কা আঠা লাগিয়ে। ব্যাস হয়ে গেল। এবার লাইট জ্বালিয়ে দাও দেখবে কত সুন্দর লাগবে তোমার বাড়ির বারান্দা। কাগজের গ্লাস যদি বিভিন্ন রঙের হয় তাহলে তো ভালোই। বা যদি একই রঙের হয় তাহলে রঙতুলি দিয়ে হরেক রকমের রঙ করে দাও।

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

রিমঝিম নস্কর, প্রথম শ্রেণি, শ্রীশ্রী অ্যাকাডেমী

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com